











VOL. 12.

No. 1.

APRIL, 1922.



# THE Dacca Review

CONDUCTED BY  
RAI SHAHEB,  
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,  
AND  
SATYENDRANATH BHADRA, M.A.

Annual Subscription, (includ-  
ing postage)  
Single Copy

Rs. 5-6-0  
0-8-0

# REGINUS

(TRIED OVER  
30 YEARS.)

**Composition—Aswagandha-Coco. Munoomica, Damian, Phosphorus, &c.**

REGINUS—Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

• **ASTHMA** :—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm, Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

**DIABETES and PILES** are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

**THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.**  
**RANAGHAT. BENGAL.**

# Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents:—B. K. PAUL & CO., 7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.

Branch, Sovabazar Street.



Head office:—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory — 18 Sashi Bhuson Sarker's Lane.



ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয়ের  
নূতন উপন্যাস  
“পালের ছাপ”

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

তাহার অন্যান্য গ্রন্থাবলী—

ভূতা ( উপন্যাস )	মূল্য ২৮
অগ্নি সংহার ( চুইটি বড় পত্র )	মূল্য ১৪০
বিভীর পক্ষে ( পত্র সমষ্টি )	মূল্য ৪০

প্রাপ্তিস্থান—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ২০। ২। এ, হারিসন রোড্, কলিকাতা এবং  
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০। ১। ১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

## পল্লিশ্রী।

সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও সমবায় সম্পর্কিত  
সচিত্র মাসিকপত্র ও সংবাদ  
বৈশাখ হইতে বর্ধারন্ত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞ লেখকগণের প্রবন্ধ সম্পাদে অলঙ্কৃত।

“বিজয়পুরের ইতিহাস,” “পরশমণি,” “লক্ষ্যপথে” প্রভৃতি প্রণেতা ব্যাতনাম। লেখক—শ্রীযুক্ত মোগেন্দ্রনাথ  
গুপ্ত মহাশয়ের উপন্যাস “শুভক্ষণ” লোন্ঠন হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

“অগ্নিসংহার” “ভূতা,” “মেঘনাদ” প্রভৃতি প্রণেতা—বঙ্ক-উপন্যাস-রূপে যুগান্তরকারী লেখক  
ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম, এ, ডি, এল, মহাশয়ের অপূর্ণ উপন্যাস  
“কাঁটার-ফুল” প্রাবণ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

পল্লিশ্রীর শ্রীযুক্ত করিতে যে সকল লেখক ও লেখিকা এবং বিশেষজ্ঞগণ

লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম।

শ্রীমতী ভক্তিমুখা রায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সি. এ., কবিশেখর, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি. এ., শ্রীযুক্ত  
শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি. এ., শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কনিষ্ঠপাকর বি. এ. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,  
কাব্যভাবনিধি, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম. এ., শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি. এ., শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত  
বিজয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ., শ্রীযুক্ত সীমন্তি কাব্যভীর্ষ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র  
মহুসদার, শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম. এ. বি. এল., অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম. এ., ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র  
ভট্টাচার্য্য এম. এ., অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৈপালচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. শ্রীযুক্ত দৈর্ঘ্যচন্দ্র গুহ এফ. আর. এইচ. এস,  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বভূষণ দত্ত এম. এ., শ্রীযুক্ত বামিনীমোহন ঘোষ বি. এ., অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর  
চক্রবর্তী এম. এ., শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাগবৎশাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণভীর্ষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার  
মহুসদার এম. এ., বি. এল, শ্রীযুক্ত বজ্রমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যভীর্ষ কাব্যরত্ন ঘোষাভিঃসিদ্ধান্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অতর-  
কুমার সরকার এম. বি, ডি. পি. এইচ., ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম, বি, ডি. পি. এইচ., শ্রীযুক্ত কেদার-  
নাথ মহুসদার প্রভৃতি।

আজই পত্র লিখিত প্রাহক হউন।

বার্ষিক মূল্য সত্তাক—৩৮০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পল্লিশ্রী-ক্যাশিয়ালর, মরহনসিংহ।

# পাঠের ও উপহারের সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক ।

যুক্ত ও বহির বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নন্দ-দমনসুন্দরী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১১০ টাকা ।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত । বেঙনি রংএর  
সাতীন কাপড় মনোরম প্যাড্‌ বাঁধাই—তদুপরি একখানি  
তিন রংএর চিত্র পরিশোভিত । বাদালা ভাষার উপহার  
দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও  
নাই ।

মালক সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিঙ্কের কাপড়ে প্যাড্‌ বাঁধাই মূল্য ১১০

সাতীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৭

বহু চিত্র ভূষিত অদ্বিতী, নীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি

সতীলক্ষ্মী আধ্যাত্মরোগের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী ।

বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য ।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

( বঙ্গদেশের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমো-  
দিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটি কর্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দিষ্ট )

কাশীদাসী মহাভারত ৫ম সংস্করণ ( সচিত্র ) মূল্য ৬

কুন্তিবাসী রামায়ণ ৩য় সংস্করণ ( সচিত্র ) মূল্য ৪

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাবৃত—বাদালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা ।

ভূতপূর্ব শিশু সম্পাদক শ্রীমত্যাচরণ চক্রবর্তী প্রণীত •

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাদালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নিভুল ছাপা—তেমন সুন্দর স্বকৃৎকে বাঁধা আবার তেমন সুন্দর  
সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা । ২য় সংস্করণ মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র ।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—“...ইহাতে আশ্চর্য  
পরিচিত সুরোরাসী-দুরোরাসীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা, ...পিঠে গাছের কথা ও আছেই আবার পুণকুমার,  
শঙ্করাঙ্গী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর  
ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে.....”

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৫০ ]

দগোবার্ট

[ মূল্য ৫০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত-প্রভুভক্ত কর্ণবীরের অলৌকিক কাহিনী । এরূপ ছেলেদের  
উপন্যাস আর বাহির হয় নাই ।

ভট্টাচার্য এড্‌সন্

৬ নং কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা ।

ভট্টাচার্য এড্‌সন্

বদয়নসিংহ লাইব্রেরী, বদয়নসিংহ ।

A NEW BOOK—Just published.  
A HISTORY OF EDUCATION  
IN  
ANCIENT INDIA.

BY  
NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY  
E. E. BISS, I. E. S.  
Principal, Dacca Training College.  
MACMILLAN & CO.  
Calcutta.

Price Re. 1-8.

Sir Gooroodass Banerjea writes :—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says :—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes :—  
I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an introduction to the study of the subject.

ও এইভাবে নয়:

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—হাম্বাণ রোড। হেড অফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।  
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২নং বিভূষণ ষ্ট্রীট। বড়বাড়ার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড (হাওরা পুলের নিকট)  
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট) ভবানীপুর ব্রাঞ্চ—  
৭১৮ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুর ব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশমেধ ঘাট।

আম্মুর্বেদেব পুনরুজ্জ্বলিত জন্ম ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।  
বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাণ—৩ সের। দাদমার—৮ কোটা। বহরের নদী—১০ শিশি।  
(এক দিনে দক্ষ নিমন্ত্রণ আরোগ্য)। (মালাবা, গঠবাত প্রভৃতি সর্কবিধ  
পকতিত্ব দ্রুত—৪ সের। মহোষধ)।

কামদেব দ্রুত—১২ সের। দশন সংকারচূর্ণ—৮ কোটা।  
(সর্কবিধ দত্তরোগের মহোষধ)। অমৃতারিষ্ট—১০ আনা শিশি।  
বৈদ্যুতি বর্জক ও হাত্ত্রণের সহায়। সারিবিভারিষ্ট ৩ সের। (ম্যালেরিয়া, দীর্ঘা বক্রৎসংযুক্ত ও  
বাহ্যদ্রুত—৬ সের) (রক্তদ্রুতি বাত বেদনার মহোষধ)। সর্কবিধ অস্ত্রের অমোঘ মহোষধ)  
পত্র লিখিলেই আম্মুর্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্মযোগ বিনামূল্যে পাঠিবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্তী বি, এ,  
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের কৃতপূর্ব হেড মাস্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

*The Manager, "Dacca Review,"*

*5, Nayabazar Road, Dacca.*

*V.B.*—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble MrCP rH..yon, C.S.I.

The Hon'ble Sir courL t Butler, K. C. I. E.

The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.

The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.

" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.

" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.

" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.

" Sir N. D. Beaton Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.

" Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.

" Mr. W. W. Hornell, C. I. E. M. A.

" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.

" Mr. J. G. Cumming, C. S. I. C. I. F.

" F. C. French, C.S.I., I.C.S.

" W. A. Seaton Esq., I. C. S.

" D. G. Davies Esq., I. C. S.

Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.

Sir John Woodroffe.

Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., Litt. D., F.S.A.

The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.

" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.

" H. M. Cowan, Esq. I. C. S.

" J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.

" W. L. Scott, Esq., I.C.S.

" Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.

" W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.

" H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.

" Dr. P. K. Roy, D.Sc.

" Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)

" B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)

Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.

Principal Evan E. Biss, M.A.

" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.

" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur M. A.

" J. R. Barrow, B. A.

Professor R. B. Rambotham M. A., (Oxon).

" J. C. Kydd, M. A.

" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.

" T. T. Williams M. A., B. Sc.

" Egerton Smith, M. A.

" G. H. Langley, M. A.

" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.

" Debendra Prasad Ghose

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpur, K.C.I.E.

The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.

The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.

The " Raja Bahadur of Mymensing.

Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).

The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A.

L. J. D. C. I. E.

" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S

" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.

" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.

" Babu Ananda Chandra Roy.

" J. T. Rankin Esq. I.C.S.

" G. S. Dutt Esq., I.C.S.

" S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.

" F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.

" J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.

" W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.

" T. O. D. Dunn Esq., M.A.

" E. N. Blandy Esq., I.C.S.

" D. S. Fraser Esq., I.C.S.

Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.

Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.

Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.

Mahamahopadhyaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushar

Kumar Sures Chandra Sinha.

Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.

" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.

" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.

" Rakhai Das Banerjee, Calcutta Museum

" Hemendra Prosad Ghose.

" Akshoy Kumar Moitra

" Jagadananda Roy.

" Binoy Kumar Sircar.

" Gouranga Nath Banerjee.

" Ram Pran Gupta.

Dr. D. B. Spooner.

Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law

" Principal, Lahore Law College

" Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

## CONTENTS.

---

1.	The Great Wall and the Thousand Buddhas ... ..		1
2.	Aboriginal Castes and Beliefs of the Dacca District ... ..	H. E. Stapleton, M. A., I. E. S. ... ..	12
3.	Gleanings from Old Records ... ..	... ..	18
4.	Brahma ... ..	Benoytosh Bhattacharya, M. A. ... ..	20

---

## সূচী ।

১।	সিদ্ধা কাহুণী ... ..	শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্. এ. ... ..	১
২।	সুন্দর ( কবিতা ) ... ..	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন ... ..	৬
৩।	চরিত্র বীন্দ্র ( গল্প ) ... ..	শ্রীযুক্ত প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় ... ..	৬
৪।	বনে পড়ে ( কবিতা ) ... ..	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্. এ. ... ..	১১
৫।	জালি ... ..	... ..	১২

---



# THE DACCA REVIEW.

VOL. XII.

APRIL, 1922.

No. 1.

## **THE GREAT WALL AND THE THOUSAND BUDDHAS.**

A hundred years ago, as we were reminded in these columns the other day, archaeology and scholarship were opening up, by brilliant guess and patient labour, the buried world of ancient Egypt. Monuments, tombs, and inscriptions, scrutinized side by side, yielded up their history. Egyptian art has now long been recognized as equally worthy of study with the art of Greece. But we were reminded, too, that scholars and dilettanti were loth at first to acknowledge his claims. To them the only antiquities that seemed to have any claim on modern culture were the antiquities of Greece and Rome. What would those polite circles have said if they had been asked to bestow serious attention and

study on the antiquities of Central Asia? Other sands than those of Egypt have in this twentieth century given up their secrets; and again we are confronted by a whole new world of forgotten history which opens before our eyes. What associations had Central Asia to our mind that were not remote, unfriendly and barbarous? Hordes of fierce nomads wandering great deserts; what history could these have that was of the smallest interest to ourselves, save in so far as their waves of horsemen had once flowed over into Europe, ravaging and destroying? And yet it is from these deserts that explorers and excavators have brought back relics of a vanished civilization, recovered in perfect freshness from those bleak and blowing sands, which are of singular interest to every mind that cares for human history; which bring a new illumination to the study of art and the study of religion; which have revealed two hitherto unknown Indo-European languages, nearer

it is said than Sanskrit to Greek and Latin ; and which have the perennial fascination of showing us the confluence and interaction of three great civilizations, India, China and Greece.

With these discoveries will always be associated the name of Sir Aurel Stein. He has now made three great expeditions into these desert regions ; and let us first pay homage to the intrepidity tenacity and enthusiasm which have carried him through such enormous journeys in face of continual hardship, acute discomfort, and frequent danger. If it were only for his record as a traveller and his services to geographical science Sir Aurel's name would stand high in the history of exploration ; but we must confine ourselves here to his archaeological achievements and the recovered treasures which have made his expeditions so memorable and so fruitful of result. The first expedition was made in 1900-1 and was described in the volumes of "Sand-buried Cities" (1903), followed by the detailed report, "Ancient Khotan" (1907). The second expedition, far more extensive and important in its results, was made in 1906-8. A personal account of this was given in the two volumes, published in 1912, called "Ruins of Desert Cathay." But for the detailed ed report, to which a score of special students from all Europe have contributed—for no single scholar could deal adequately with half the material and the problems involved—we have had to wait till now. It was worth waiting

for. The five massive volumes \* before us are a truly magnificent production ; they do honour alike to the authorities of the India Office, whose enlightened liberality has made the publication possible, and to the Oxford University Press, which has carried out the work.

But above all we must admire the prodigious industry and patience of the author, and the arts of persuasion by which he has prevailed on so many eminent scholars to supplement his own stores of erudition by their many-sided labours. One volume is devoted to plates, a number of which are given in colour. Another volume contains only maps. The remaining three form the body of the work. Successive chapters deal with each site explored and are followed in each case by a detailed and descriptive list of the objects found, all the more necessary now that the collection has been divided between the British Museum and the new Museum at Delhi.

"Serindia" is the compendious and happily chosen name which Sir Aurel has given to the whole work. It is a term new to English though already current among French scholars ; and it indicates as no other word could do, the scope of the journey and the region traversed—

the vast drainageless belt between the Pamirs in the West and the Pacific

---

\* SERINDIA : Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China. By AUREL STEIN. Five Volumes. (Oxford : Clarendon Press. London ; Milford. £12 12s. net.)

watershed in the east which for close on a thousand years formed the special meeting-ground of Chinese civilization, introduced by trade and political penetration, and of Indian culture, propagated by Buddhism.

The journey of the thousand miles on foot or on horseback was to occupy more than two and a half years and was to take the traveller from the Hindu Kush valleys to the Western frontier of China proper.

India and China are the two great formative influences on the past history of this region ; but there is also Greece, as we have already mentioned, not to speak of Persia. What exactly was the part played by Hellenism in this interaction of fluid forces ? It was not a faith, moulding the minds of men, nor a culture impressed on daily life ; it was a tradition of art, filtered through kingdoms of the Near East, and leaving its vestiges now in images of Greek god or goddess stamped on the clay seals of letters preserved under the dry sand, now in motives of ornament such as are found in the early bronze mirrors of China itself, but above all contributing the basic element for those sculptures of Gandhara which, developed under the stress of Indian religious ideals, created the formula for Buddhist art which was to persist through centuries in China and Japan, even to our own day. Yet it was one of the surprises among Sir Aurel Stein's discoveries that in the desert site of Miran close on the confines of

China, the frescoes covering the walls of a Buddhist shrine should reveal, not a mere trace of borrowed Greek forms, nor a mixed style like that of Gandhara, but the handiwork of a Hellenistic painter in a style that we might expect to meet on the shores of the Mediterranean.

At the very outset of the long journey we find Sir Aurel, as he rides along the Talash Valley, alert to note the physical features of the scene of one of Alexanders's mountain campaigns, and deciding that the broad military road which he was travelling had seen the Macedonian columns pass by on their way to India. Linguistic and ethnographical clues are also employed for the identification of places mentioned by Alexander's historians. But soon the traveller is on the look-out for vestiges of a very different kind from those of the conqueror from Greece ; he is tracing the footsteps of the Chinese pilgrims, solitary wayfarers, led across fearful deserts to seek the holy places of the Buddha in his native land. And at once we are brought into touch with two great movements which have been momentous in the history of mankind—the marvellous march of Alexander into India, and that other progress out of India to the remoter East, the victorious journey of the Buddhist faith. It is on the track of missionary Buddhism that Sir Aurel Stein's expedition moves ; and it is to the student of Buddhism and Buddhist art, transformed as



they were by various influences on their passage from India to China, that the discoveries recorded in "Serindia" afford the richest store of new material. But how many clues of other interest are picked up by the way ! How it moves the imagination to read the page on which Sir Aurel describes the finding at the desert site of Lou-lan of a bale of yellow silk, tightly rolled and unused just as it lay when it was first dropped and forgotten by some trader on its way from China to Imperial Rome. Covered up with a light layer of drift sand, it had become so dry and brittle that when lifted it broke in two. But the romance of discovery is not enough for the archæologist : he measures the silk, and notes the dimensions. The probability is that the width is the regular width of the silk exported in the early centuries of our era ; but can it be proved ? Yes ; for a few months afterwards Sir Aurel, exploring the ruined watch-stations of a part of the Great Wall of China, finds in the debris a strip of silk precisely inscribed with its place of origin, width, length, weight, weight and value. This strip can be proved to date from about the end of the first century A. D. But what exactly was the Chinese inch of that period ? The ruins of the Wall again supply the information in the form of two wooden measures ; and from these we learn that the bale found at the Lou-lan site was of the same width, though presumably it is of later date. It may seem an in-

significant fact to have established ; but one never knows, in archæology, what fact is not going to prove just the one wanted link in some chain of evidence. And in the mass of discoveries recorded and illustrated in these volumes later students will surely find clues of precious value.

The bale of silk would indicate, if it were not known already, that the settlement where it was found owed its existence to the great trade route across Asia from China to the Levant, which was to make possible the missionary march of Buddhism eastwards. A chain of oasis-settlements was necessary for the caravans in moving across the vast desert country, where the gradual desiccation of the climate has dried up a great inland sea and choked the rivers with sand. In prehistoric time the desert was inhabited, for Sir Aurel Stein discovered neolithic implements and pottery in its solitudes. Some centuries B. C., when the country was penetrated by Indian civilization, there were flourishing settlements along the river beds ; fields and orchards were watered by a system of canals. But like an ocean the invading sand crept closer ; the labours of irrigation were gradually defeated ; and one by one, at various dates in the early centuries of our era, towns and orchards were abandoned. Only a few great oases remained, and between them was a waste passable for pilgrims, troops and traders, but dreaded by all and with good reason.

The terror of superstitious imagination added to its natural horrors. Sir Aurel rode in the tracks of two famous travellers, the Chinese pilgrim Hsuan-Tsang and the Venetian Marco Polo. Each of these has left a description of the desert ; and as it was in the eighth century and in the thirteenth so it is to-day. Hsuan-Tsang notes how the sands are always moving, according as the wind piles or scatters them ; how there are no tracks, and nothing to go by ; "so travellers collect the bones of animals left behind to serve as road-mark." He tells how when the hot winds rise, men and animals lose their senses ; they hear singing and wailing ; while looking and listening, one becomes stupefied and unable to direct oneself. This he attributes, like other Chinese travellers, to the lures of evil spirits. And Marco Polo has the same belief. He tells how if a traveller lags behind his company at night he will hear spirits talking ; sometimes they will call him by name, and he follows the voice and is lost. Phantasmal music, too, they hear, and the sound of drums. But the plain realities of a journey through this desert, with its indistinguishable mounds of wind-bitten sand, are intimidating enough. "Not a thing to eat is found on it" ; but water, often brackish, is found at intervals, and this makes the crossing practicable. At the various oases are settlements, some still inhabited, or revived in recent times, others long ago abandoned. Whether the failure of

irrigation was in all cases the cause of these being deserted, or political conditions, is a question which Sir Aurel Stein discusses ; and he inclines to think that the causes were more complex than has been generally thought. The lateral shifting of the course of rivers, frequent in country of this character—the Oxus is a notable instance—may sometimes have made a site impossible. The forsaken settlements have all yielded relics of interest.

In the second century B. C. the Chinese Empire made a great forward movement westward. After an interval of some centuries during which its dominions and influence receded, another great movement of expansion was made by the T'ang Empire, and Chinese ascendancy re-established over the "Western Region." Of the former of these movements there is a monument, forgotten and undiscovered till Sir Aurel traced its remains, in an extension westward of the great frontier Wall built by the Han Emperor, Wu Ti, a century before Christ, to guard the lines of communication between China and the newly-acquired dominions from incursions of the Huns. The account of the first recognition of the remains of watch-towers, and the subsequent tracing of the wall for over 140 miles and the searching of its towers and stations, forms a fascinating chapter of exploration. The Jade Gate, famous in Chinese poetry and story, named after the most precious of imports from the West, was

identified. The litter of guard rooms—fragments of letters, accounts orders of the day—was collected. Sir Aurel's careful measurements and observation on the spot enable us to make a mental reconstruction of the Wall; and the labours of the famous sinologue, Edouard Chavannes, enable us to repopulate it with its soldiers, to see them at their daily tasks and even to look into their minds.

At intervals behind the Wall stood tall watch-towers, each with its little garrison, armed with crossbows and swords. It was their duty, on the alarm of a barbarian raid, to kindle a fire on the tower; in daytime a fire of smoky fuel at night a fire of clear flame. From tower to tower the signal was repeated, and everywhere along the wall the guard stood to arms. The War Office, zealous for economy, sends orders forbidding the waste of fuel. An officer is reprimanded, or, accuse himself, for neglecting to light the fire. We know where the soldiers at this or that station came from—some were recruited in the district, others were convicts from Chinese provinces—and what their pay was, and the "fatigues" they had to do in turn. For they were not only soldiers, they were military colonists; and part of their duty was to grow corn for the victualling of the Embassies and missions which passed along the Wall towards Yarkand and the Oxus. It was a hard life on this desolate frontier. Fragments of letters found lying in the sand illuminate as by flashes the days of

tedium and hardship. This is a wretched country and I have no news to send." The writer tries to console himself by hoping that his correspondent is bringing up his children "with due severity." What amused the soldiers' leisure? Magic and divination, we find, were practised. Some pored over school-books, trying to keep up their education. Books of medicine were consulted. But it is an atmosphere of solitude and sadness that these relics exhale; the fragments of letters are full of the pain of separation.

M. Chavannes, who edited these documents in a separate publication issued by the Oxford Press in 1913, emphasized their importance as being the oldest specimens of Chinese writing known (98 B. C. is the earliest of the dates they bear); but he also points out that if we want to realize what this frontier Wall meant to the soldiers and common folk liable to be impressed for service on it, we must turn to later poetry; there we hear echoing the cry of the human misery out of which was built the Great Wall and the schemes of conquest and political penetration which projected it westward, and which history makes so imposing. The T'ang poems make us feel the shiver that ran through the new recruit as he passed under the Jade Gate and met the wind that blow over the desolate sands, and saw for the first time the savage country into which so many had gone and whence so few came back. One poem pictures the company of five

thousand strong men going eagerly to the war, confident of victory, clothed in furs against the bitter winter. "Alas! the bones scattered along the river banks are still men that appear in dreams to their loved ones." Another shows us the spent veteran on his starved horse returning from a lifetime of campaigns with all his possessions—his sword; and another recounts the return home, at eighty, of the soldier who went out as a youth of fifteen; he finds only a ruin, overgrown with weeds. And all through this poetry, for which the Wall is haunted by the desolate ghosts of those condemned to build it, we divine the deep disgust of a race devoted to the arts of peace with the savagery of the Huns, "whose husbandry is carnage and whose only harvest is the white bones on the fields of yellow sand," and with war itself.

But even the romance of this frontier Wall, with the very human documents littered about its ruins, yields to the romance of the Caves of the Thousand Buddhas. Few more wonderful discoveries have been made by any archaeologist than that of the hidden vault, crammed with manuscripts and paintings, whose secret had been kept for some nine centuries, in the rock-hewn shrines near Tun-huang. The splendour of the treasures acquired by Sir Aurel with such patient efforts of persuasion from the self-appointed guardian of the shrine did not burst at once upon his eyes. The paintings were all crumpled up in

bundles of brittle silk, for they had been used to make a level floor for the thousands of manuscripts piled above them; and it was not till they had been unpacked and gradually opened and cleaned—a work of years—in London that the full extent and significance of this find of early Buddhist art were revealed. And the manuscripts, marvellously preserved as they were, as anyone can see to-day from the specimens exhibited in the King's Library in the British Museum, awaited the deciphering of palæographers versed in Chinese, Sanskrit, Turki, Tibetan and other languages. Among them were found the earliest woodcuts in the world, and the oldest specimen of printing known to exist. One or two Manichæan fragments remind us that the Manichæan religion once flourished in these regions, though these remains are strangely few compared with the remarkable frescoes and manuscripts discovered at Turfan—north-west across the desert—by Von Le Coq, and now at Berlin. Manichæism has been generally regarded in the West only as a heresy in the history of Christianity, but its Persian founder Manes set out to found an eclectic world-religion, and his followers lived in Turkestan side by side with Buddhists and with Christians. The vast majority of the Tun-huang manuscripts are of course Buddhist. So too with the paintings. The discovery of these pictures marks an epoch in the study of Buddhist art. It will be long before the full

results of their examination have been worked out. But much is clear already. For the thorough examinations of the paintings the services were secured of Raphael Petrucci, a man of many-sided gifts and attainments who added a knowledge of Chinese to an intimate familiarity with Oriental, and especially Buddhist, art. The death, during the war, of both Chavannes and Petrucci, friends and collaborators, in the prime of life, within a few months of each other, has been a tragic loss to scholarship. Petrucci left his work unfinished; but the essays he had completed are printed in the third volume of "Serindia" and are full of interesting matter.

What gives a special importance to the Tun-huang paintings is the fact that they include, among much that has affinity with the local schools of Buddhist art found at other sites in Turkestan, a number of paintings which remind us strongly of the early Buddhist pictures of Japan. The best of these are of singular beauty. Owing to the decay of Buddhism in China and to infinite destruction, scarcely anything remains of the great Buddhist art which we know to have flourished in the T'ang period (seventh to tenth centuries A. D.) and which formed the models for the early Japanese masters. But here at last we find a missing link, and see how the Chinese genius moulded to its use the material derived from India through Turkestan, and made of Buddhist art a new and majestic tradition. Petrucci underlines

the remarkable fact that in the treatment of the Buddha legend, costumes, types, and architecture have all been translated bodily into Chinese form. It is otherwise with the pictures of Bodhisattvas and with the many large representations of the Western Paradise, in which the Indian formula and imagery are reverentially preserved, though the artistic idiom is Chinese. Some of these pictures are dated with dates of the ninth and tenth centuries. Two, it has recently been discovered—too recently for the fact to be recorded in these volumes—are signed with the artist's name. In many cases donors are portrayed below the subject of the picture, just as in European altarpieces, and inscriptions, of which Petrucci gives interpretations, tell us something about them. The evidence of the costume is valuable for its bearing on the history of secular Chinese art. Some of Petrucci's conclusions and speculations are no doubt debatable. We do not quite understand his grounds for classing certain of the pictures as "Sino-Tibetan." Tibet was the ruling power in Tun-huang during the tenth century and intervals earlier. But it does not follow that if a painting bears a Tibetan inscription it has necessarily a Tibetan element in its art. The whole question of Tibetan art is obscure and enigmatic. We cannot tell how much of indigenous artistic power there was in that country. Sir Aurel Stein discovered at Tun-huang one painting at least which is in the

well-marked style familiar from the main specimen brought from Tibet in recent years. But how was this style formed? What is the relation of this painting to Chinese Buddhist art? That is a problem of which we can only guess the solution. But it does not seem likely that Tibetan art could have contributed anything of importance to the formation of the great Chinese tradition of Buddhist painting; rather we should conjecture that the influence was all the other way. However, these and other points are for future study; and we lament the loss of Petrucci, who would have been so eager to debate them and who was so brilliant a pioneer in the field.

One cannot leave the Tun-huang treasures without mention of the marvellous specimens of embroidery and textile fabrics found in the Caves. One of these is a magnificent picture executed in embroidery, representing Buddha standing between saints with flying angels above. The figures are lifesize; the fine colours of the silk are perfectly fresh; the whole creates a deep impression of majesty and stillness. Comparison of the costume of the donors with those of other pictures gives Sir Aurel ground for dating this embroidery as early as the eighth century. The textiles are mostly fragments, bits cut from actual garments probably, and used as votive offerings. The designs on these textiles are generally Chinese, but a number are of the type associated with the art of Persia under the Sassanian dynasty; in which pairs of

confronted animals or birds are a favourite motive. And again our thoughts turn to Japan; for in the Sho-so-in at Nara, the eldest museum in the world, where all the belongings of an emperor of the eighth century are preserved to this day, we find patterns closely agreeing in type with these, and the same admixture of designs from Western Asia, just as we also find musical instruments of the most exquisite workmanship exactly as they are depicted in the Tun-huang pictures of Paradise. It was from the interior of China that these figured silks came; they were not a local production; and some at least of the paintings we may assume to be the work of no local and provincial school but by Chinese artists of the great school of Tang, which transmitted its models to Japan.

For the study of Chinese art, then, the Tun-huang paintings provide documents of an importance altogether superior to that of the remains of Buddhist art found at the other Turkestan sites by various European and Japanese expeditions. Nor are they less illuminative for the study of Buddhism itself. That religion had indeed been transformed in its passage across Central Asia from the doctrine preached by Sakyamuni. Deliverance for the individual soul from the chain of causation by means of right thinking and right behaviour has given place to the idea of universal salvation and to the worship of the Bodhisattvas, those beings who renounce the final bliss of Buddha-hood which they have earned

till the deliverance of the whole world has been accomplished. Sakyamuni Buddha was not the only Buddha ; other Buddhas also, some of whom may have been adopted from the beliefs or legends of the many races with which the faith had come in contact outside India, receive the prayers of the devout. It is above all Amitabha, the Impersonal Buddha, who is the object of popular devotion. He presides over the Paradise of the West, the Pure Land, into which the souls of the pious may be born, there to rest in bliss for a long age. And so the typical "altarpiece" of the Tun-huang pictures present in various forms, either comparatively simple or immensely elaborate, this Paradise of dream. Pavilions rise from the waters of a lotus-lake, and we see the infant souls enclosed within the lotus-buds or floating on the air towards the assemblage of benighted beings who people the pavilions and the terraces, listening to the concert of angelic musicians who occupy the central space, underneath the dominating presence of the presiding Buddha. Japanese art had made us familiar with these conceptions of Amitabha-worship ; but it was something of a surprise to Petrucci and to Japanese scholars to find that in the paintings of Tun-huang it is not always Amitabha who presides over this Paradise, but sometimes the Buddha of Medicine, or the Buddha of the Future, or even Sakyamuni himself. Even more popular than Amitabha is the Bodhi-sattva, who is his spiritual son, Avalokites-

vara, or Kuan-yin as he is called in Chinese. Endless are the representations of this incarnation of the Spirit of Compassion, to whom the folk of this frontier town pray for all sorts of mundane boons—especially protection from Huns and Tartars and Tibetans—and whom the artists portray in attitude so pensive and with gesture so mild and gracious. Petrucci, whose treatment of the whole subject is at once broad in outline and extremely minute in detail, has disengaged from the mass of material many facts of new interest which will be appreciated by students of Buddhism, showing, for instance, how certain purely Chinese ideas were becoming infused into the religion, and how certain conceptions supposed to have originated in Japan are now proved to have come from China.

In the volume of plates the Tun-huang pictures are pretty fully illustrated but in the case of some of the finest examples the reduction of scale is so great that no sort of justice is done to their beauty. The smaller pictures and banners fare better. (The shortcoming is, however, remedied by a separate portfolio of reproduction on a large scale (THE THOUSAND BUDDHAS, Quaritch, £7. 10s. net), in which Mr. Laurence Binyon deals with the pictures from the artistic rather than the archaeological point of view). The frescoes from the Miran shrine offered no such difficulties to the photographer, and are admirably reproduced. We have already mentioned

these astonishing specimens of late classical art, which contrast so strikingly with the Chinese art of Tun-huang, though the desert site of Miran is comparatively near. These lunettes of winged angels, with their full eyes and broad contours, make us think at once of Alexandrian painting; and it was probably a citizen of the Roman Empire, Titus by name, who was engaged to paint the Buddha legend, some time in the third century, at this site near the borders of China, on the great traderoute between East and West.

Remote as these archaeological discoveries may seem, let us recognize that for us Europeans the closed garden of classical culture is no longer what it was for centuries, the only habitable world of the educated mind. Europe and Asia are being brought into contact, as they have never been since Alexander's day: what each continent is to bring to the other's destiny is an imminent question of the future. And we cannot afford to neglect, as hitherto we have neglected, the historic past of Asia.



## EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

New Series : No. VI.

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

### ABORIGINAL CASTES AND BELIEFS OF THE DACCA DISTRICT.

The notes recorded below are a small selection from a mass of material on Eastern Bengal Ethnology that has been gradually accumulated during my tours as Inspector of Schools in the Dacca Division. I publish them now, not merely to prevent their being lost, but also in the hope that they may be of interest to some of the readers of the 'Dacca Review'. Any criticisms, or observations on similar subjects, will be welcomed.

#### I. THE CASTE OF BHUINMALI (SWEEPER).

A well dressed Bluinmali boy was found in February, 1915 in the Kanaksar Digbirpañ *pathsala*<sup>1</sup>, sitting next a Brahmin on the same bench. He had

(1) Kanaksar is a village on the Lohajang *khal*, 5 or 6 miles from the river Padma. The school is situated near the south-east corner of a fine E by W tank, measuring about 400 yards by 200, which is said to have been dug by the Mags (or, more probably, the former 'Koeh' inhabitants of Eastern Bengal). The former name of the village was Deulbhog (দেউলভোগ—land for the support of a temple), but no traces seem now to remain of any Deul in the vicinity. An account of the history of the place is said to have been

protruding lips, but otherwise differed very little in appearance from an ordinary Bengali. He said his father owned no land but rented a homestead for Rs. 3/- per annum from the heirs of the late Madhusudan Bandopadhaya of Kanaksar. His father is one of 5 village sweepers, and he has an elder brother Rajendra Chandra Bhuinmali who has learnt blacksmithy and lives at Medini Mandal, a village four or five miles to the west. His father earns Rs. 10—15 per month by sweeper's work, and raising the plinths of houses. Besides this he gets Rs. 5 per month as village *Chaukidar*; and the boy's brother also helps a little when he comes home. The boy said he would not do sweeper's work when he left school but would be a *Chaukidar*. He does not know what his brother calls himself at Medini Mandal, but he lives amongst the Bhuinmalis there. His mother came from Ranigaon, a village not quite so far as Medini Mandal to the west, and his sister-in-law, who was married about

compiled some years ago by one of the local Brahmins, Babu Sital Chandra Chatterjee, Settlement Officer, Chikandi, Faridpur, for the Settlement Officer, Dacca. Babu Nalini Kanta Bhattachary, Curator of the Dacca Museum, has kindly furnished me with the following list of other Deuls that are still remembered in the Munshiganj Subdivision :—

Four at Paikpara, 2 (each) at Sonarang and Joradent, and 1 at each of the following places :—Nateswar, Purapara, Balai, Routhbhog, Kathadia, Churain, Nahapara, Sukhabashpur, Sompara, Atpara, Kewar, Dhamaran and Naynanda.

The word 'Deul' is a corruption of *Devakula*, i. e., God's House, or Temple.

1907, at the age of 6, to his brother, came from Simulia close to Ranigaon. The boy does not know his *gotra* but said Bhuinmalis must marry from another village. He takes water from all clean Hindus, but not from Namasudras, Kaibartas, Jogis, Muchis, or Muhammadans. The Bhuinmalis of Kanaksar have a special *Napit* (barber), one Raj Mohan, who now lives on the southern side of the Padma and who comes every 2 months or so to shave them and cut their hair. Their *purohit* (priest), Krishna Kumar Chakravarty, lives at Mowa, and comes to them for marriages, *Sradhs*, and Manasa and Kartik *Pujas*. Bhuinmalis celebrate the *Sradh* after 1 month, and the *Shasthi* ceremony, like other Hindus, on the 6th day.

On calling Durga Charan, the father of the boy, as well as another senior Bhuinmali of the village, the following additional information was obtained :—

Bhuinmalis of this part of Vikrampur are all Vaishnavas and belong to the Kasyapa *gotra*. They know of no Bhuinmalis belonging to the Parasara or Aliman *gotras*. Their occupation is raising the plinths of houses; holding torches; dancing and *lathi* play at marriages; sweeping houses and repairing footpaths; but some of them have taken to smith's work (both in iron and gold), and carpentry. The former sometimes call themselves Karmokar. No member of the caste ever keeps a shop. At Akiadal, near Lohajang, there is a Bhuinmali-bari, the members of which call themselves

*Poddar* as they have become money lenders; and at Ranigaon there is another family—that into which Durga Charan's son had married—called Hazra, who formerly held land under the Nawabs, but now follow the ordinary Bhuinmali professions enumerated above. Free intermarriage takes place between the Bhuinmalis of Bikrampur, but they will not intermarry with the Bhuinmalis of Tipperah or Bakarganj, as the Bhuinmalis of those districts act as musicians and carry *palkis*. Brides are paid for. When he married, his father probably had to pay Rs. 150, or Rs. 200 to the bride's father as *par* (dowry); but girls can now be obtained for Rs. 50—Rs. 100. He denies that Bhuinmalis remove ear-cases from villages (this is only done by Doms), nor are their widows ever allowed to remarry. Bhuinmalis never eat pork. Like other Hindus they abstain from work during the three days of *Ashar* known as *Ambubachi* (অম্বাবাচী)<sup>1</sup>. Their

(1) This festival lasts from the 10th to the 13th of the waning moon of *Ashar* and during this time the only food permitted to widows are mangoes, jack-fruits and unboiled milk. No fire must be lit on these days by any widow under penalty of excommunication. As Dr. Wise notes in his account of the Bhuinmalis, the earth is believed to be impure at this time and no Hindu can dig or plough it. These days are also observed as *anadhyaya* days, i.e., pandits and their students will not open a book during this time.

*Ambubachi* is an epithet referring to the earth during these three days. I am told the term literally means "one who has manifested water", and in application to the earth, it probably has reference to the onset of the monsoon and the sudden growth of vegetation at this time owing to the absorption of water by the parched soil.

*napit* is paid at the rate of As. 8 per annum, but he also receives Re. 1 when boys of the family are married and As. 8 when a girl marries.

They do not know the story given by Dr. Wise about the origin of the Bhuinmalis, or his classification of the Bhuinmalis into Bara Bhaghiyas, Chhota Bhaghiyas, and Mitra Seni Beharas. From Durga Charan's remark, however, about the Tipperah Bhuinmalis being bearers and musicians it seems likely that Dr. Wise obtained his information from men of this caste connected with Tipperah. The statements regarding the Bhuinmalis made in Dr. Wise's 'Notes on the Races, Tribes and Castes of Eastern Bengal' (pp. 222-225), and embodied subsequently by Sir Herbert Risley in his 'Tribes and Castes of Bengal', probably therefore need revision.

## II. THE CASTES OF KAIBARTTA DAS AND MAHISHYA.

The mention of the name Hazra also led to the discovery of two good local examples of mutation of caste among Kaibarttas (fishermen). At the village of Dokachi, a few miles to the west of Kanaksar, another family with the name Hazra was found. These men were formerly Kaibartta Dases, but now call themselves Mahishyas and refuse to marry with ordinary Kaibarttas. In the village of Kanaksar itself, one Ram Kumar Manjhi (or Das Ray as he prefers to call himself) who is a Kaibartta, with

relations in the vicinity, has become well-to-do by trading in rice and wood. He now claims to be a Mahishya and has cut off all connexion with the Kaibarttas, and they with him. This is because he managed to get himself and family returned at the 1901 and 1911 Censuses, as a Mahishya, whereas his folkmen were returned as Kaibartta Dases. The man makes no pretence that he is anything else by descent but a Kaibartta, but says that as he has now become a monied man, he does not like to be on the same footing as the other Kaibarttas of Kanaksar who catch and deal in fish. The wives of both Ram Kumar and his son Jamini Kanta came from villages near Srinagar, but men of the family are now said to refuse to marry in Bikrampur. They obtain, instead, Mahishya girls from Naihati and other places in Western Bengal as their brides.

The following observations on the same caste may also be quoted from my notes of past years.

At the Raipura High School in September, 1911, a Kaibartta boy, when asked his caste, first said 'Kaibartta', and then corrected himself to 'Mahishya Das'. Another Kaibartta, who told his caste properly, when asked whether his people intermarried with Halwah Dases (a more common synonym for Mahishyas a few years ago) said they did not.

At Singpur, a village towards the north of the *beel* which forms the eastern part of the Kishoreganj Subdivision of Mymensingh, there is a Board *pathsala*,

the population of which in 1912 was entirely Kaibarttas and Muhammadans. When I first visited the school, the Dases told me that they were divided into Halik Kaibarttas and Jalik Kaibarttas—those that cultivated and those that fished. The *Haliks* are superior in social status to the *Jaliks*. The two classes do not intermarry, but all claim to be Mahishyas.

From a historical point of view, the rise of this caste in social status during recent years is of great interest as their leaders in ancient times more than once ruled over large areas of Bengal.

### III. TWO OTHER EXAMPLES OF

MUTATION OF CASTE: (a) NAMASUDRA,  
AND (b) PAL (*Potter*), TO KARMOKAR  
(*Smith*).

A Namasudra boy in the Kanaksar school, whose father is also a *Chaukidar*, said he would not follow his father's profession. He would learn to be a goldsmith under his elder brother's father-in-law—one Kalu Karmokar by name, of Nagerhat, a mile to the north. A gentleman who was present said in the next generation or so, these people's descendants would be marrying proper *jul chal* Karmokars which, by his profession, the Nagerhat man even now practically is. The boy said his brother's relation made gold ornaments for everyone except *Dhobis*. On asking why this distinction was made, he said that *Dhobis*

refused to wash for Namasudras. Namasudras have *Napits* of their own, but no *Dhobis*.

Two related Pal boys (Kumars or potters) in the same school, said their father and brother respectively were also goldsmiths. They refused to say anything about the relative social position of these Pal goldsmiths and the Namasudra goldsmiths, but the Namasudra boy declared without contradiction that they were equal in status.

### IV. SACRIFICE OF PIGS TO TREES. USE OF NICKNAMES TO AVOID THE 'EVIL EYE'. NAMASUDRA FAMILY NAMES.

In November, 1911, while visiting the Nandipara *pathsala*, near Rajarbagh, 3 miles north-east of Ramna, Dacca, I was informed by Madhusudan Das, a Namasudra money-lender of the place, that Namasudras, Sahas, Chamars, and Bhuinmalis still vowed pigs to *bat* (banyan) trees. The pigs were not slain but only let go. A well-known place where this practice is observed is Pathuria Bari at Jurain, a quarter of a mile from the Dolaiganj Railway Station, where some Bhuinmalis live.

A name noted in the school register was Khedani ('Driven away') Mazumdar, which was explained to be a bad name given to him, as his previous brothers had all died. Nearly the whole school consisted of Namasudras, and other family titles (*Padaris*) besides Das and Mazumdar,

were Sirkar, Maulik, Mistri, Bhaumik, Mandal and Ray.

V. VOWS INVOLVING THE CUTTING OF  
HAIR. HINDU AND MUHAMMADAN FAQIRS.  
FIRE WALKING.

A Mala (fisher) boy in the Kanaksar *pathsala* aged about 8, who had long hair, said his father and mother had vowed his hair to the shrine of the late Panchkauri Faqir, a Kayastha of Srinagar. I was informed by the local people that this man was a disciple of the late Shah Lal, a Muhammadan Faqir of Nurullapur, a village near the steamer station of Mainat on the north bank of the Padma. All the three previous children of the boy's parents had died before his birth, and when the boy had reached the age of 12 his hair would be cut and a present given to Panchkauri Faqir's eldest son Bandhu.<sup>1</sup>

The grandsons of Shah Lal Faqir prescribe for sick people, and it is said

(1) This is a nick name given him when young. His real name is Kshetramohan De.

Some years ago I came across a boy in the Gopaldi M. E. School near Narsinghdi in the Narainganj Subdivision, whose mother had vowed his hair to a shrine at Patabhog. This is a village within a mile of Srinagar, to the East, but does not seem to be the same place as Panchkauri's shrine. Possibly the dedication had something to do with Patabhog having been the birth-place of Kalikumar Ghakravarti, who was said in the seventies of the last century to be able to perform miracles, and cure the most desperate cases of disease. An account of him is given by Dr. Wise (*op. cit.*, pp. 144 and 145).

that at midnight on Maghi Purnima (the full moon of Magh—January to February), they walk through fires made of tamarind wood (which burns furiously) to show their powers as Faqir. The people who attend at that time are also able to pass through the fire. None of those present however, had actually seen the performance.

VI. DEDICATION OF HAIR TO A TREE.

JİYACH GACHH, THE "TREE OF LIFE".

During my visit in August, 1913, to the Kabilganj *pathsala* (a little south of the old capital of Sonargaon) a Saha boy was noticed to have a *tiki*, or lock of long hair, at the back of his head. When asked the reason, he said that his father had vowed that at the time of the boy's marriage his hair would be cut at a *Jiyach Gachh* (lit. Tree of Life) at Kamargaon, a village a mile to the north of Kabilganj. This *Jiyach Gachh* is an inter-twined *Kulam* and *Bat* tree. The boy was in quite good health, and no special reason for the vow could be ascertained. The teacher of the *pathsala* said formerly Hindus worshipped big trees as examples of the creative power of God. At the time of marriage and 'First Rice Ceremony', hair is still often cut and placed beneath the tree. Priest and barber go with the devotee, and the first-named does the requisite *pūja*. A *brata* (religious ceremony performed by women) called *Kamini Brata* is also done by women before the *Jiyach Gachh*

at the time of marriage, the bride's hair being cut a little before the ceremony. The mother of the bride fasts till the *brata* is finished.

VII. HOLY PONDS (JIYACH PUSHKARINI). SACRIFICE OF PIGS TO A JIYACH GACHH. THE ANGER OF A TREE SPIRIT.

Shortly after my visit to Sonargaon in 1913, I was informed by a gentleman living at Baradi, 6 or 7 miles to the north-east of Sonargaon, that in many villages there are ponds, called *Jiyach Pushkarini*. One of these is to be found at Hamsadi, a little to the north of Sonargaon, which is said to have a *gajari* post under the water to which vows are made. This post is called *Pagla*. Women who lose their children, or are barren, or whose children are peculiar in any way, made sacrifices at the spot, especially of live fish. No fish is ever caught from these tanks.

Further enquiries through the Headmaster of the neighbouring Arai-hazar High School resulted in the following information being obtained. A *Jiyach Pushkarini* is any tank in which the *Gajari* or *Sal* pole used in the *Charak puja* was kept. On the morning of the last day of the Bengali Year, the pole was taken out of the tank with beat of drum and after it had been fixed in a vertical position and ropes, with hooks at the end, attached to the top of the pole, any staunch Saiva devotee had a hook stuck through the skin and muscles

of his back and was swung round by the onlookers till he fainted. The Hamsadi pole dates back to the time of Krishnadas and Ramdeb Das who were *Bakshis*, either under the Mughal Governors of Dacca, or the East India Company. The story goes that Krishna Das Bakshi, when building a memorial Jatra Bari on the *khal* from which he started for Delhi before being made Bakshi, procured some *Gajari* posts from the forest. In a dream two of these appeared before him and told him not to use them for building. At first he did not believe in the dream; but when the *mistri* began to cut one of these posts, blood came out. After this every one believed there was a divinity in it, and a small tank was dug in which to preserve it, called *Jiyach Pukur*. The pole was at first used for *Charak Puja*, but after some time it disappeared and could not be found. Once it came back to the tank of its own accord, and a man, who took it for a big fish, speared it with a *Konch* fish spear which is still shown in the village. At last it was revealed to people by dreams where it had gone to, and they were told to bring it back. Also that it was to be called in future *Pagal Nath* i. e. Siva, and not used any more for *Charak Puja*. It is now worshipped near another holy tree in the village, called *Kamini Gachh*, on the last day of Chaitra, lying in an East and West position, and on Baisakh Sankranti lying North and South. Many people come to worship it, including, it is said, even Muhammadans from Comilla.

When a woman is barren, or wishes to pray for long life for her husband, she does *pūja* to the tree by throwing live *singhi* fishes into the tank.

On another occasion I was taken to see a *Jiyach Gachh* close to the *math* at Baradi. It turned out to be a *Seorah* tree (*Trophis aspera*.) and I was told that at the time of marriages pigs are sacrificed before the tree, Brahmins doing the *pūja* and *Phuinmalis* being given the flesh to eat. A peculiarity of the sacrifice is that it is done in the reverse way to ordinary sacrifices, the pig being laid on its back and the blow delivered on the animal's throat instead of on the back of its neck.

The following story is also told about a *Jiyach Gachh* at Panchasar near Munshiganj. A big 2-storied building was constructed here some years ago by the Saha merchants of Firinghibazar, the privy of which happened to be located near a *Jiyach Gachh*. This enraged the sylvan deity, and he (or she) made the life of the servants who were sent to look after the house so miserable by bad dreams, showers of brickbats, etc., that they refused to remain any longer in the place. The house in consequence has since remained unoccupied.

H. E. S.

## GLEANINGS FROM DACCA RECORDS.

To

W. ARMSTRONG Esq.,  
ACTING COLLECTOR OF DACCA.

SIR,

I am directed by the Board of Revenue to transmit to you the accompanying copy of a letter and enclosure from the sub-secretary to the Govt. and to desire that you will furnish them with any information you possess or may be able to obtain upon these points mentioned in the instructions of the Hon'ble Court of Directors.

Should it appear on enquiry that the natives are generally disposed to extend the culture of potatoes the Board will take the necessary means for supplying them with seed.

I am

Sir

Your most obedient servant  
Revenue Board, Sd. A. H. EVANS.  
31st March 1798.

II.

To

G. DOWDESWELL Esq.,  
SECRETARY TO THE  
BOARD OF REVENUE,  
REVENUE DEPARTMENT.

SIR,

I am directed to desire that you will lay before the Board of Revenue the accompanying extract of a letter from the

Hon'ble Court of Directors and that you will inform them the Vice-President in Council desires they will take the subject into particular consideration and report to him what measures appear to them to be best calculated for accomplishing the object proposed by the Hon'ble Court.

Sd. H. S. G. TUCKER,  
Council Chamber, *Sub-secretary.*  
24th March 1797.

### III

Extract of a general letter from the Hon'ble the Court of Directors in the Revenue Department under date the 9th of August 1796.

#### 'BEES'

It has occurred to us that there are many situations in Bengal particularly in Eastern and Western Frontiers which would answer for raising quantities of Bees in the manner in which they are managed in Europe. We recommend to you to select from the European soldiers who are now in India a few who are acquainted with the management and we have no doubt that many such may be found to instruct the natives and if small premiums are given to the persons in each village who may produce the greatest number of hives it will stimulate their industry and attention and eventually may be of considerable advantage to the revenues and commerce of Bengal by enabling that country to supply Europe with wax instead of receiving it herself from the Eastern Isles and Pegu.

#### POTATOES

It being our anxious wish to prevent the calamities that may follow the failure of the rice crop in any one year we recommend to your consideration how far it may be practicable to introduce the culture of potatoes more generally in the provinces than they are at present. We are aware that round Calcutta and other principal places in Bengal the culture of the root is much extended and is now in general use amongst the natives but in those districts where there are few Europeans we apprehend the quantity raised is very trifling. Convinced of the advantages this country derived from the increased quantity of cultivation last year we wish much that our Provinces in Bengal may in similar circumstances reap similar benefit—a failure in the rice crop can always be foreseen in the month of October and we are given to understand that October and beginning of November is the time for planting potatoes—if a scarcity is foreseen a larger quantity than usual may be planted. At all events encouragement ought to be given to the raising large quantities as, if they are not wanted for the food of man they will supply to cattle the want of grass fodder in those dry months which precede the periodical rains.

Revenue Department

A true extract

Sd. H. S. G. TUCKER,  
*Sub-secretary.*



## BRAHMA,— His Origin, Worship and Iconography.

### 1. DIFFERENT MANIFESTATIONS OF BRAHMA IN THE OLDEST SANSKRIT LITERATURE :

The word Brahman and even its Nominative Singular Masculine form Brahma occur profusely in the Rigveda. Generally he is found praising the gods. The word almost always means 'a priest' or one who offers sacrifices. Sayana-caryya has explained the word like these and the European scholars have accepted his interpretation. Some say that these priests went by the name of Brahman-acchamsin (a class of Rigvedi priests) : others, on the other hand, say that they were a special class of sacrificers. This meaning becomes very clear in the Yajus and the Atharva where the word Brahman or Brahma is used to denote a class of sacrificers (Rtvik). From this it is apparent that in the Rk, Yajus and Atharva Vedas the word did not denote the Creator Brahma but was applied to a class of Rtviks whose work was to offer oblations to the fire. In the Atharva Veda Brahma is the supervisor as well as the regulator of sacrifices.

*Prajapati—another name of Brahma :* Prajapati is another name of our Creator Brahma. This word also occasionally occurs in the Rgveda. But not in the sense of Creator, because it is used as an epithet of Savitri and Soma. It means

the 'Lord of the People,' that is to say, "Overlord." But in the 10th Mandala there are two *rk*s which go to show that in the later Rgvedic period Prajapati was considered as a separate deity.

*Visvakarman—another name of Brahma :* Another name of Brahma is Visvakarman. In the older part of the Rgveda the word 'Visvakarman' was used as an adjective to Indra. But in the 10th Mandala he occupies a seat in the Vedic Pantheon as an entirely new deity. In that Mandala he is described as "All-seeing" having eyes, faces, hands and feet all round his body. curiously enough, the *Rsis* of this Mandala did not forget even the wings. After creating Heaven and Earth he sets them in motion with his hands and wings. He is all-knowing and fixes the nomenclature of gods and is beyond the power of human conception.

*Hiranyagarbha—another name of Brahma :* Another name of Brahma is Hiranyagarbha. According to the 10th Mandala he brought himself into existence before creation. He is the Protector of Heaven and Earth. He has given life and breath to all living beings. His word is law even to gods. He is the god of gods.

This is all that is found about Brahma Prajapati, Visvakarma and Hiranyagarbha. We shall now proceed to describe the effort at unifying these deities, which may be traced from the Yajurvedic age. The name Prajapati is found in the Yajurveda. In this Veda Prajapati moved

about in the womb (garbha). Though he is never born yet has manifested himself in many ways. Nothing was born before him, He pervades throughout the universe.

Many details about Prajapati again are to be found in the Atharvaveda in which the place assigned to him is not the highest, neither he appears in the very beginning of creation. But there is mention that he created the thirty-three worlds from boiled rice (odana). Sometimes he has been identified with Prana (life). He is born of a Brahmacarin. The Uchista remnants of a sacrifice are his habitation. He has been created by Kala or Time.

*Prajapati in the Brahmanas* : The Vedas are comprised of Mantras and Brahmanas. We have briefly dealt with the Mantra period ; now we shall proceed on to the Brahmanas. In the Taittiriya and Satapatha Brahmanas the name Prajapati is mentioned profusely. He alone existed before creation and he created men and other animals. As he created man from his mind so man is the most powerful of all creatures. Prajapati is speech (vach) &c.

*Brahma and Prajapati in the Upanisads* : In the Upanisads also there is mention of Brahma and Prajapati. We shall deal very briefly with these. In these Upanisads Brahma has already occupied a position of importance among the gods. He has created the Earth and Heaven and was born first among the gods. He has created the Earth and

Heaven and was born first among the gods. In the Svetasvatara and Mahanarayanopanisads Brahma has been identified with Hiranyagarbha, who was born from the water. He was the first created of Brahman (neuter). In the Narayanopanisad also we find that Brahma is Narayana. In the Maitrayani Upanisad, Prajapati has been called Hiranyagarbha and the Creator of the Universe. In Kausitaki, Prajapati has been described as having five faces.

## (II). ORIGIN OF BRAHMA.

It is admitted by all scholars that the 10th Mandala of the Rgveda is a comparatively newer production. It however does not appear that the Rgvedic Rsis were deep and thoughtful philosophers. Charmed by the beauties and wonders of Nature, they in admiration deified her forces and fell to worshipping them by chanting hymns in praise of them. These hymns are known as the *Riks* or the *Suktas*. The clouds, the thunderbolt, the sky, the earth, the rivers and rivulets, the sea and even the trees and plants were deified by these seers of the Mantras. So there is no evidence of deep metaphysics in the first nine mandalas. The Rsis gave the highest place to the particular deity to whom they were offering hymns for the time being. This has been termed Henotheism or Kathenotheism by Max Muller. But in the 10th Mandala we find that a current of thought was passing over the minds of the Rsis. They are

now trying to explain the origin of man, of gods and of Universe; and in their attempt to solve these mysteries they are now creating new imaginary deities. These deities are nowhere found in Nature,—they are a creation of the brain—an attempt to discover unity in plurality—a manifestation of the irresistible human impulse to trace the origin of everything material to the Eternal Spirit. The result was the addition to the Vedic Pantheon of new deities like Visvakarman Brahman, Skambha, Brahmanaspati, Prajapati, Purusa etc. But a rational man refuses to be satisfied with the idea that in the very beginning there was a Plurality of causes (deities). So the various attributes and qualifications of the different deities, Prajapati, Visvakarman and the like were collected together and fastened on one ultimate cause (deity). Consequently in the Upanisads Brahman (neuter) becomes the first cause of the Universe.

In the Rgveda Brahma is a sacrificer. The words Brahma, Brahmana &c are derived from the word "Brahman". Afterwards in the Upanisads we find that Brahman created Brahma—May it not be an example of popular etymology? This Brahman also created Prajapati, and Hiranyagarbha, in the very beginning of creation. Therefore Hiranyagarbha is the same as Prajapati. Again the attributes of Visvakarman are also the attributes of Brahma; so Brahma and Visvakarma are one and the same. At least it may be confidently maintained that they were so in

the Vedic age. They came to be differentiated in later times.

*Origin according to manu.*

### (I) Image of Brahma in the oldest Sanskrit Literature.

In the Vedic period the form of Brahma has not been expressly described anywhere except in the Kausitaki Upanisad :

Pancamukhositi Prajapati

"Oh, Prajapati, thou art five-faced".

But a closer scrutiny would reveal the fact that much of Brahman's form has been conceived in the Vedic age.

BRAHMA-GNAU BRAHMANA HUTAM  
BRAHMA OFFERED OBLATIONS  
IN THE BRAHMAFIRE.

This clearly refers to the Rtvik form of Brahma. Perhaps for this reason he has been given a sruc and a sruva in the later ages.

It has been mentioned already that Visvakarman is another manifestation of Brahma. He could see everything and was a great architect. We are apt to discover a spiritual significance in all our scriptures. But it seems very likely that the Vedic Rsis had not so much of spirituality as we ascribe to them. They really believed in what they put down in *Suktas*. What would one who must be all-seeing do with two paltry eyes! He must see on all sides all at once and so Visvakarman has been described as a deity

with heads on all sides. Similarly he has hands and feet and even wings on all sides. These wings perhaps crystallized into the swan later on.

From all the facts above mentioned it seems clear that the form of Brahma was almost completely shaped in the Vedic age.

#### THE WORSHIP OF BRAHMA & ITS ABOLITION.

In the Vedic age especially in the age of the Upanisads Brahma was regarded as an important deity in the Brahmanical Pantheon. We think, from that time temples were dedicated to in his honour and worship began in his name. For a long time Brahma occupied the foremost position among the gods of the Hindus. In the Grhya and Sruta sutras and in the older parts of the Mahabharata he is recognized as the principal deity.

In the Rik and the Yajurveda, there is no trace of Siva. But in the Atharvaveda he is the principal god, nay the only god among the Vratyas. He was incorporated into the Hindu Pantheon after a good deal of struggle represented by the Dakṣa-Yajña (Sacrifice of Dakṣa). Visnu is one of the principal deities in the Rgveda. But gradually threatened to outpace them all. So these three gods, Brahma, Visnu and Siva began to be regarded as equal in importance and in position. They were given three distinct functions. The work of creation was entrusted to Brahma and that of maintenance to Visnu whilst Siva was engaged in the work of destruction.

The conception of Trimurti (Hindu Triad) began perhaps from this time. During his stay in the capital of Chandragupta, Megasthenes states that in matters of theological dogmas India was divided into two sections. Those who worshipped Siva were called Saivas while the followers of Visnu went by the name of the Vaisnavas. The saivas maintain that Siva was the foremost among the Hindu Triad, the Vaisnavas on the other hand would not acknowledge any one except Visnu to be the chief among the three. This question has not yet been solved and perhaps will never be. But curiously no one has a word for Brahma. His worship was stopped and temples were no longer dedicated in his honour. He became the creator in name only.

Just as there are vicissitudes in a man's life, similarly, in the case of gods also we find the same. Many bigger deities in the Vedic age have passed into oblivion in later times; while on the other hand many gods who were not even conceived by the Vedic Rsis have been regarded as the most powerful and zabburdust deities. Siva was a comparatively new god but somehow or other he managed to be a favourite of the people. This led to the fall of Brahma. Now Brahma is no longer given a place in the middle of a temple. He has to be satisfied by crude representations below the cornice on the wall or by the side of the door jamb and in nooks and corners.

But how could Visnu hold his own against Siva? It is well-known that the

sun was being worshipped by the Aryans even from their Central Asian days when they lived with their Iranian bretheren side by side. In the Rgveda the sun was identified with Visnu and therefore he had a large following. Siva could not injure the unique position of Visnu. Siva was worshipped as practically the only god among the Vratyas in India. But poor Brahma could claim no votary of his own. In the post-Rgvedic period he somehow struggled out his way to the front, still, it does not appear that he had a creed of his own. The Atharvaveda first of all ousted him from his position, then came Siva. Visnu alone could maintain his position against this new power. Brahma could not and he fell. The last hopes of redeeming his position were finally blasted by the advent of Buddhism.

#### (4) The Pauranic Account.

An endeavour has been made to explain historically the fall of Brahma. This question of the sudden fall of Brahma engaged the serious attention of the compilers of the Puranas. And hence we have got fanciful stories like "The Curse of Mohini" "The Curse of Siva" in the different Puranas. One or two samples are given below.

##### (A) THE CURSE OF MOHINI.

In the 33rd Chapter of the Brahma-vivarta Purana we find that a certain celestial courtesan Mohini by name,

approached Brahma and made immoral proposals to him. Brahma did his best to dissuade her ; but to no purpose. As Brahma remained obdurate the disappointed courtesan bitterly cursed him, saying "Thou shalt not receive worship in temples in this *kalpa* or in the next, neither in this life nor in the next".

The curse took effect and the worship of Brahma was finally stopped.

##### (B) CURSE OF SIVA.

According to the Linga Purana one day there was going on a hot controversy between Brahma and Visnu as to which of them was superior, Siva intervened. He said that he shall be regarded as the greater god who shall be able to find either the beginning or the end of my fiery Lingam. Saying so he caused his Lingam to appear and himself went inside it. This is known as the Lingodbhava Murti of Siva. Brahma on his swan soared up to find out the top. Visnu on the other hand assuming the form of a boar began to dig the earth in order to find out the bottom. Ages passed by, and finally Visnu threw up the undertaking as hopeless, and began worshipping Lingodbhava with folded hands. But Brahma in spite of his disgust at the apparent futility of the task persevered. In his way up, he found that a *ketaki* flower offered by some devout worshipper was falling down from the top of the Lingam. This flower definitely made Brahma to understand that he was on a

wild-goose-chase ; and to reach the top was impossible. However, he so intimidated the *Ketaki* that it agreed to bear false witness in favour of Brahma, who came back to Siva and said that he had found out the top citing the *ketaki* as witness. Siva is omniscient and it was the easiest thing for him to find out the hollowness of Brahma's assertion. He became furious and in his anger cut off the particular head that uttered the lie with a sword and cursed him, in the following words—"As you have wantonly and like a child uttered a lie, you will go without worship henceforward in temples."

These are the ways in which the Puranas explain the abolition of Brahma's worship.

### (5) Why is Brahma four-faced.

The reason why he was ascribed four faces we have endeavoured to explain before. The Puranas give various accounts. The Matsya Purana says, that as he brought forth the four Vedas, his faces are four.

In the same Purana it has been said that Brahma had originally one face only. He, for the sake of creation first of all created ten Prajapatis from his mind and ten from his body. The tenth Prajapati of the second class was a woman whose name was Gayatri. After creating this girl, he was struck by her exquisite beauty and began exclaiming "Aho rupam", "Aho rupam" in admiration. The

girl without being able to bear the intensely amorous looks of her father came behind in order to avoid him. Brahma had a great passion for seeing the beauty of his daughter and lo ! there appeared another face opposite to the original one behind. The girl then came to the side and another face appeared on one side and similarly another on the other. Without seeing any other alternative Gayatri flew up in the sky and at once another face plunged out from the middle of his head looking upwards. For this sin Brahma lost all his merit which he acquired for creation and being ashamed he hid his fifth face with his matted hair.

Another account appears in the Linga Purana and I have already said how he lost one of his heads by uttering a lie before the Lingodbhava Siva.

In the Vamana Purana it has been said that Narayana in the beginning of creation created Brahma and Siva both of whom were five-faced. As soon as they were born they began austere penances. Understanding that with people like these engaged in deep meditation, further creation would be impossible, Narayana created *Ahamkara* or Vanity. Siva and Brahma being puffed up began quarrelling with one another and in course of the quarrel Brahma insulted Siva, who at once with the edge of the nail of his left thumb cut off one of his heads. Brahma had to be satisfied with four faces only.

Brahma being thus aggrieved cursed Siva that he would be a *Kapalin* from

that time. The severed head of Brahma stuck to the hand of Siva. Having incurred the sin of killing Brahman and in order to expiate the sin, Siva went out in a pilgrimage and wandered about from one sacred place to another, yet the head did not fall. At last he began worshipping Narayana, who being pleased advised him to take a bath in the waters of Asi and Varuna at Benares. Thus he got rid of the sin of killing Brahman but the effect of the curse was still there and so the head did not fall from his hand. Later on, he paid a visit to god Kesava and when according to his command he bathed in a lake, the severed head fell from his hand. The scene of this event is known as Kapalamocana, one of the great and sacred tirthas in India.

### (6) *Dhyanas of Brahma and his image.*

In the daily evening prayer, the Rk. Yajus, and Samavedi Brahmans meditate upon Brahma on the navel. From this *dhyana* we get his form as four-faced, two-handed and riding on a swan. One of the two hands carries the rosary while the other holds a *Kamandalu*.

From the *dhyana* mentioned in the Kalika Purana we get however a detailed description of the image of Brahma. From this it appears that Brahma has four faces and four hands. Of the two right hands, the upper one holds the rosary and the lower the *sruga* and of the two left hands, the upper holds the

*Kamandalu* and the lower *sruc*. Sometimes he sits on a red lotus and sometimes on his swan vehicle. The colour of his body is reddish white. The *ajyasthali* (dish) and the four Vedas are on his front. The goddess Savitri appears on the left, Sarasvati on the right and he is surrounded by the Risis.

Why Brahma was four-faced and four-handed, why the *sruc* and *sruga* were given to him, also why he had the swan as vehicle we have endeavoured to explain before. Now comes the question of rosary. It is said in the Puranas that while Narayana was sleeping in meditation at the end of creation, from his navel rose a red lotus and Brahma was born out of it. He practised penance as he sat on the lotus and the rosary in his hand signifies meditation. As it was he who called forth the four Vedas, the Vedas are kept before him. *Ajyasthali* is placed before him for the same reason for which the *sruga* is given to him.

### Who is this Brahma ?

Scholars are inclined to think this Brahma to be identical with Agni, the God of Fire. The reasons for thinking so are as follows :—

Brahma is scarcely worshipped at present except in cases of fire and conflagration. And before the commencement of the new construction, he is worshipped and his image in such cases is of deep red colour, i. e. the colour of Agni. Also before the preparations of

sweets on a large scale he is worshipped. This worship consists in putting into the fire always the very first batch of preparations. Red-coloured silken garments are his most favourite. Ajya, Payasa and ghee mixed with *til* form his principal food.

On the basis of these few reasons we are inclined to think that the Brahma of the Puranas at one time was regarded as another form of Agni.

### Image of Brahma in the Silpasastras.

The dhyanas regulated the sculptors and painters in the matter of carving and painting representations of gods. Even now the painters of Sikkim, Nepal and Tibet do paint figures of gods from the Hindu dhyanas or Buddhist Sadhanas. Let us now see what new light the works of art throw on the image of Brahma. The Amsumadbhoda Agama asserts that *his colour is like the colour of Haritala*, his upper garment (*uttariya*) consists of black deer's skin ; he has a sacred thread, white under-garment and white garland. His right hands may hold either the rosary and Kusa or Sruc and Sruva or may exhibit the *abhaya* and *varada* postures, while his left hands may hold either the Kamandalu and Kusa or Ajyasthali and Kusa. Sarasvati and Savitri may sit or stand or be seated on two sides of the god.

The Suprabheda Agama gives us the new additional information that he must

have red hairs, which are matted. Only Savitri fully decorated should stand to his left.

Silparatna mentions that he should sit on a seat of *lambakurca* meaning Kusa grass. He should have white complexion and the Ajyasthali should be in front of him, and that he should be surrounded by saints and sages. He may sit on his swan or on a lotus.

Visnupurana says that he should wear the garments of a black deer's skin, should have matted hair and that he should be seated on a chariot drawn by seven swans. He is given two hands only of which the left carries the Kamandalu while the right holds the rosary. According to the Aditya Purana Savitri should sit on his left lap.

In the Rupamandana we find that his two right hands should have either the rosary and the *sruc* or the book and the rosary and his left hands should have, either the book and the Kamandalu or the lotus and the Kamandalu. Rupamandana moreover has added a beard to the god and a beard is necessary for he has been repeatedly mentioned in the Puranas as 'old' with the epithet '*Prapitamaha*' (or great grand-father) who must necessarily be very old with long grey beards. Or it might be, as has been said before, because he is regarded as another form of Agni whose epithet is "Pinga-bhrusmasru-kesa-ksuh" (i. e. one with red-eyebrows, beard, hair and eyes).



## Sculptures of Brahma.

Sculptures and other icons representing Brahma are not wanting in India, Java and other places. It does not appear that the sculptures were all carved according to the rules laid down in the Silpa-sastras. Difference of space and difference in time had much to do with the construction of these icons, which vary according to the whims of individual sculptors, as also to the whims of the particular devotees.

Sometimes we see that the God Brahma stands either on plain ground or on a lotus, sometimes he sits either on plain ground or on a lotus or on his swan vehicle. Sometimes Savitri or Sarasvati or the Rasis are present, sometimes none, sometimes one or two or all of them. Sometimes he sits on his swan or the swan stands to his side, sometimes again his chariot is drawn by seven swans. Sometimes the swan is absent, and his place is occupied either by Nandi, Garuda or the Horse, the vahanas of Siva, Visnu and Suryya respectively, and sometimes also the swan is present with any one of the three. Sometimes his image is placed in the central shrine, sometimes on the sides or on the top of the door, sometimes on walls, or sometimes in nooks and corners.

Variations like these entirely depend on the sculptor and the devotee. The icons that are generally found in India and elsewhere may therefore be classified as follows :—

### CLASS I.

In this class Brahma is represented standing alone either on plain ground or on a lotus. The swan, Savitri, Sarasvati or the Rasis will not be present.

### CLASS II.

Or, he may stand on a plain pedestal or on a lotus. He will not be alone in this case but would be accompanied by either one or two or all of the *parivaradevatas*,—Savitri, Sarasvati, the swan and the Rasis.

### CLASS III.

In this class he would be represented as seated alone or on a lotus and others will not accompany him.

### CLASS IV.

Or, he would be seated on a lotus and would be accompanied by one, two or all of his companions including the Rasis and his Vahana.

### CLASS V.

Or, he would be seated on his swan vehicle and his other companions may or may not accompany.

### CLASS VI.

Or, he would be seated on a chariot drawn by seven swans and his companions may or may not be present.

### CLASS VII.

In this class Brahma will have only one face and Savitri would accompany

standing to the left of the god. The swan must not be present. This type is known as the Prajapati-Brahma.

#### CLASS VIII.

This type would represent him as accompanied by either Nandi, Garuda or the Horse. The swan may or may not be present. His other companions likewise may or may not be present.

#### CLASS IX.

In this class he is represented as seated on a lotus seat and is surrounded by a host of Rsis absolutely emaciated by reason of their severe austerities.

### His temples and Worshippers.

It is generally believed that there are no temples dedicated exclusively to Brahma in India except the one at the top of the Savitri Hill at Puskar, near Ajmer. But that is not true. Sir Alexander Cunningham discovered the ruins of a richly decorated temple of Brahma at Dudahi, exclusively dedicated to Brahma. Another has been found at Basantagadh in Rajputana; the peculiarity of the image of Brahma in this temple is that he possesses only two hands. A third is discovered at Unkan in the district of Dharwar. Similar temples of Brahma are extant in numbers in India as would appear obvious if we look to the list of temples, to which annual grants are made by Government, wherein we find at least eight of them exclusively dedicated to

Brahma. Over and above these, the temple of Brahma that has been discovered at Khed-Brahma, sixteen miles to the north of Idar is the best and most richly decorated.

At Khed Brahma there live a few families of Audicya Brahmanas who belong to the White Yajur Veda. They pay homage exclusively to Brahma and how long they are exclusive worshippers of Brahma none can determine. It appears to be from time immemorial.

### His Parivaradevatas.

In the Rupamandana directions for the construction of the temple of Brahma are given. We find therein that in the central shrine or garbhagara the image of Brahma should be placed in his manifestation of Visvakarman, who will be four-faced and four-handed and will carry in his hands the rosary, the book, the bundle of Kusa grass and the kamandulu; and would be seated on a swan. The gods Adisesa, Ganesa, Nine Mothers, Indra, Jalasayi Narayana, Parvati and Rudra, the Nine Planets, and Laksmi would surround him in a circle commencing from the East. He has eight Dvarapalas: they are, Satya, Sadharma, Priyodhava, Yajna, Vijaya, Yajrabhadra, Sarvakamika and Vibhava. Apart from these, his old friends, Savitri, Sarasvati, the Rsis and the swan would be present as a matter of course.

### His Character.

Several actions have been attributed to Brahma, the performance of which by ordinary men is considered as sin. One of his heads was cut off by Lingodbhava for uttering a lie. He insulted Siva in course of a controversy and finally his attitude towards his daughter was wholly unsatisfactory and immoral. He had a life-long enmity against Siva whom he could not injure in any way. He officiated as a priest in the sacrifice of Daksa obviously out of malice towards Siva who was not invited by Daksa in order to insult him. He cursed Siva and made him a Kapalini, but that, of course at a very great disadvantage, I mean, not before losing one of his heads. Siva on the other hand, made him his charioteer in his expedition against the demons of Tripura.

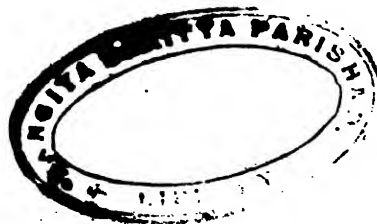
Brahma was not altogether devoid of good traits. He tried his best to bring the celestial courtesan round, failing which he had to suffer a good deal. He officiated as a priest in the marriage of Siva and even his son Kartikeya. He was the only source of relief to the gods in general, in time of difficulties. When he failed to solve the difficulties he referred to Siva and Visnu. But his nerves were rather

overtaxed by the gods in as much as he had to run every now and then, whenever any mortal filled the hearts of gods with awe by reason of his severe austerities, in order to confer boons on him.

### Conclusion.

Whatever it might be, Brahma is after all a god and not an ordinary god but one of the highest being, the First Member of the Hindu Triad, nay, the Creator of the Universe. It is no joke to try to explain the origin of one, to whom we owe our origin. Not only that, the attempt to discover good and bad traits in his character, and attribute blasphemy would appear sacrilegious to all orthodox people. But in order to discover the truth as is permitted by our poor intelligence, unconsciously we must have incurred plenty of sin. Had there not been great patience and extraordinary Catholic sympathy in our gods, we would have been destroyed by the thunder of the heavens. However, we pray to the All-Merciful for mercy and bowing reverentially to Brahma finish to-day.

*Nomostu Visvesvara Visvadhama  
Jagatsaritre Bhagavannamaste Saptarcilo-  
kaya Ca Bhutalesa Sarvantarasthaya Nano  
Namaste.*



# ভাষারিভিড সাম্মিলন

১২শ খণ্ড

ঢাকা—বৈশাখ, ১৩২৯

{ ১ম সংখ্যা ।

## সিদ্ধা কাহুপা

নাথ সাহিত্যে সিদ্ধা কাহুপার নাম সুপ্রচিহ্নিত। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে এই নাম বিভিন্ন আকারে দেখা যায়; যথা,—গৌতম বিজয়ে কানকা, কাঙ্কাই, কাঙ্কা; ময়নামতীর গানে কাঙ্কা, মীনচেতনে কানাই, কালকা, শুকুর, মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে \* কান্ধাক্রি, কাঙ্কা, কানকা, গোবিন্দ চন্দ্রগীতে কানুকা, কানুপা, কাঙ্কা; সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে কাহুপা; সাধন-মাহাত্ম্যে কাঙ্কনাথ। † কাহুপা বিখ্যাত গোপীচাঁদের দীক্ষা-গুরু হাড়িপার চেলা। হাড়িপার নামান্তর জলঙ্করি। পাটিকানগর রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ। জলন্দরি হাড়িপা হইল হাড়িরূপ। সিংপাকুমার এক সঙ্গে করি এলাল। নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রয় করিল।

গোবিন্দচন্দ্র গীত ১২, ১৩, স্লোক।

\* এই পুঁথি এখনও ছাপা হয় নাই। পুঁথি দ্বারী বন্ধুর ঐচ্ছিক মলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সৌজন্যে আমি পুঁথিখানি ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছি। লেখক।

† বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

হাড়িপার চেলা নাম কাঙ্কা\* জাগিয়া। ঐ ৫৭৫ স্লোক। হাড়িকা আইল যার নাম জলঙ্কর। শুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস।

হাড়ি মহে হাড়ি নহে হারিকা জলঙ্করি। \*

চৌলে করি পিতে পারে সপ্ত এ সাগর ॥

কাহুপা সম্বন্ধে গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই যে অনাস্ত্রের

কর্ণ হোতে জর্মিল কামকা সিধাই।

অতি ধরতর হই জর্মিল তথাই ॥ ৭ পৃষ্ঠা।

তারপর পৃথিবীতে আসিয়া

হাড়িকার সেবা করে কানকা জোগাই। ১০ পৃঃ

প্রথমে হরগৌরী এবং হাড়িপা, মীননাথ, কাহুপা ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ একত্রে ছিলেন। পরে মহাদেব চলি গেল পর্তুত কৈলাস।

তথা গিয়া মহাদেবে করে গৃহবাস ॥

পূর্বে গেল হাড়িকা দক্ষিণে কানকাই।

পশ্চিমে গেলেম গোর্খ উত্তরে মিনাই ॥ ১৪-১৫ পৃঃ

একদিন হরদ্বারী একত্রে বসিয়া সৃষ্টি-স্থাপন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। গৌরী বলিলেন যে, সকল সিদ্ধগণ গৃহবাস করুন।

মহাদেব বলিলেন যে, তাহাদের কাম ক্রোধ লোভ মোহ নাই। কিরূপে তাহাদের ঘাণা গৃহ-বাস হইবে? তখন ভবানী তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শিবকে বলিলেন। শিব হাড়িপা, কাহুপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সিদ্ধগণ খাইতে বসিলেন। পার্শ্বতী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তখন এক গোরক্ষনাথ ছাড়া—

দেবীর জেহুপ দেখি জগৎ সিদ্ধাপন।

কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন ॥ ১৮ পৃঃ

তাঁহার প্রত্যেকে মনে মনে এক এক কল্পনা করিতে লাগিলেন। হুর্গাও তদনুরূপ বর বা লাগ দিতে লাগিলেন।

কানকাজে আকলিল তাহান অন্তর।

পরম সৌন্দর্যি যদি থাকে যোর ঘর ॥

তার সঙ্গে কেলি করি জদি মরি জাই।

তবেহ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই ॥

অলীকার কৈলা দেবী মনে বিমর্শিয়া।

তুরমানে চলি জাও ডাঙ্কা হইয়া ॥

জেমত মাগিলা তবে ভেমত পাইলে বর।

আনন্দ্য'কর গিয়া রমণীর ঘর ॥ ২০, ২১ পৃঃ

পরীক্ষা তোজ শেষ হইলে—

তবে সিদ্ধা চলি গেল যার কেই ঘর।

প্রথমে কানকা গেল বহড়ির ঘর ॥

হাড়িকা চলিয়া গেল মনামতি পুরী।

তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ॥

পাহুর সিদ্ধাই গেল আপনার দেশ।

মীননাথ চলি গেল কদলী উদ্দেশ ॥ ২৬ পৃঃ

তারপর আর একবার গোরক্ষনাথের সহিত কাহুপার সাক্ষাৎ ঘর। গোরক্ষনাথ গুরুকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন কোন সন্ধান না পাইয়া এক বকুলের তলে বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় মাখার উপর দিয়া

আকাশ পথে কাহুপাও নিজ গুরুর অবেশনে পবনের গতি বাইতেছিলেন।

গোরক্ষনাথ ছায়া দেখিয়া মাথা তুলিয়া চাহিলেন।

তাবিলেন সিদ্ধার ভিতর কি এমন আছে যে আমাকে সম্মান করে না! তখন তিনি তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য নিজ বড়মকে হুকুম করিলেন। পাহুকা কাহুপাকে বলে ধরিয়া নামাইল। গোরক্ষনাথ কাহুপাকে তিরস্কার করিলেন। কাহুপা প্রভূতত্তরে বলিলেন, ত্রিভুবনে জানে তুমি যতি গোরখাই।

একস্তর থাক তুমি তোমার গুরু কোন ঠাই ॥

বুড়াই ন ছাড় তুমি গির কোন কলে।

তোম গুরু পড়িয়াছে কদলীর তোলে ॥ ৪১ পৃঃ

তারপর মীননাথের চূর্দশা বর্ণনা করিয়া কাহুপা বলিলেন,

যদি সে আছে এ গোঁর্ষ কলঙ্কের ডর।

কাটি শিলা তোমার গুরুর প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৪২, ৪৩ পৃঃ

গোরক্ষনাথ তখন রাগে কাহুপাকে তাঁহার গুরু হাড়িপার অবস্থার কথা বলিলেন,—

তোম গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ।

নিশ্চয় জানব দুই তাহার উদ্দেশ।

মেহার কুলে ত আছে জানী এক জানি।

মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিনী ॥

ঈশরের হোতে সেই পাইল মহাজান।

জানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান ॥

বিধবা যে নারী পুত্র রাজারলেখর।

দৈবপতি হাড়িকা বধ এ তার ঘর ॥

তার পুত্রে গুরু তোম বান্ধিয়া রাখিল।

মাটির করিয়া ঘর তাহারে খুঁইল ॥

হতী বেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।

নিরস্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর ॥ ৪৩, ৪৪ পৃঃ

তখন চুইজনে পাই দুইর গুরুর উদ্দেশ।

যার কেই গুরুর উদ্দেশে চলি গেল দেশ ॥

কানকা চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ।

গোঁর্ষনাথ চলি গেল গুরুর উদ্দেশ ॥ ৪৪, ৪৫ পৃঃ

কানুপা মেঘের কূলে কি করিলেন, তাহা গোবিন্দ-চন্দ্র গীতে এইরূপ আছে—

গোপীচাঁদ হাড়িপাকে বোড়ার পৈষরে (আস্তাবলে) পুতির রাধিখাছিলেন। কানুপা তাঁহাকে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিলেন। হাড়িপা যোগস্থ হইয়া ছিলেন। যোগভঙ্গ হইলে গোপীচাঁদের আর রক্ষা নাই; তাই পূর্ব হইতে কানুপা গোপীচাঁদের সোণার মূর্তি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগান্তে হাড়িপার সরোষ হুকায়ে গোপীচাঁদের সোণার মূর্তি ভগ্ন হইয়া গেল। তখন কানুপা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া হাড়িপাকে গোপীচাঁদের উপর প্রসন্ন করাইলেন। কিছু দিন পরে গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইয়া রাজপাট রাজরাণী সকল ছাড়িয়া হাড়িপার সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

তারপর কানুপার কি হইল কোন পুস্তকে তাহার বিবৃত বিবরণ পাই না। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে দেখিতে পাই তারপর—“কানকার তরে সিদ্ধা তখনে সম্পদিল।”

সেবক হইয়া বেটা ভাঙিলে আবারে।

তোমার কঙ্ক কাটা পড়িবে ডাহকার গড়ে।

তখন মরনামভী অনেক অম্বুর বিনয় করিয়া হাড়িপাকে কানুপার উপর পুনরায় প্রসন্ন করাইলেন। তখন হাড়িপা শাপ মোচন বলিয়া দিলেন।

হাড়িকা বলেন সুনো মজনা ন্তি রাই।

উর্দ্ধার করিবে পুত্রক বাইল ভাদাই ॥

তারপর কানকা বন্দি পুন গুহর চরন।

ডাহকার সঙ্গে বার করিবারে রন ॥

ডাহকার গড়ে গেল সিদ্ধা কানুপাঞি।

ডাহকার গড়ে রমণীর প্রেমে পড়িয়া পূর্বের শাপ যত কানুপার বন্ধ কাটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; পরে তাহার শিশু বাইল ভাদাই তাঁহাকে উদ্ধার করেন— এইরূপ অল্পমান হয়। কিন্তু নাথ সাহিত্যে ডাহকার গড়ে কানুপার চরিত্রের কোন খোলাখুলি বৃত্তান্ত পাই না। মহাপুরুষের অধঃপতন ঢাকা থাকাই ভাল।

উপরে কানুপার যে সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র বর্ণিত হইল, তাহা পাঁচ ভাগে ভাগ করা বাইতে পারে।—

(১) কানুপার আদি জন্ম; (২) দুর্গার শাপ, (৩)

কানুপা পোরক সংবাদ, (৪) কানুপা হাড়িপা সংবাদ, (৫) কানুপার পরিণাম। নাথ সাহিত্যের বিভিন্ন পুস্তকে কানুপার জীবনের এই সমস্ত ঘটনাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। সকল বর্ণনায় মোটের উপর মিল দেখা যায়। পুথিগুলি উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের হ লেও, তাহাদের কিংবদন্তির ঐক্য কি তাহাদের সাধারণ ঐতিহাসিক ভিত্তির পরিচয় দিতেছে না? সিদ্ধাগণের পরীক্ষা ভোজ ও দুর্গার শাপের বৃত্তান্ত মীন চৈতন্য গোরক্ষবিজয় ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আছে। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আছে যে, পার্শ্বভী শাপ দিয়া ছিলেন যে “ডাহকার গড়ে কানুপার কাটে জাবে কঙ্ক।” আমরা আগে দেখিয়াছি গোরক্ষ বিজয়ে আছে—

তুরমানে চলি বাও ডাহকা হইয়া।

সেখানে আর দুটি পাঠান্তর আছে

(১) ষরিত গমনে বাহ ডাহকা চলিয়া

(২) তুরিত গমনে জাও তউকা (ডউকা) চলিয়া।

তৃতীয় পাঠান্তরে আমরা মীনচৈতনে পাই বধা—

তুরিত গমনে জায় • • • চলিয়া।

এই সমস্ত সম্বন্ধ করিলে নিশ্চিত বোধ হইবে যে কানুপা দুর্গার শাপে ডাহকার চলিয়া গিয়াছিলেন। গোরক্ষ বিজয়ের ধৃত পাঠের লিপিকর ডাহকা যে স্থানের নাম তাহা না জানিয়া “ডাহকা হইয়া” করিয়াছেন অর্থাৎ যেন দুর্গাদেবী কানুপাকে দাত্যুহ পক্ষীর স্তায় সত্তর বাইতে বলিতেছেন। কিন্তু এই ডাহকা কোথায়?

মরনামভীর গানেও এই শাপ বৃত্তান্ত আছে।

সেখানে

কানুকা পাইল শাপ ডাড়ার শহরে।

আমার মনে হয় “তাউকা” লিপিকর প্রমাণে “ডাড়ার” হইয়া গিয়াছে। গোরক্ষবিজয়ে আছে শাপ পাইয়া কানুপা “বহড়ির” ঘারে গেলেন। ইহার পাদটীকার একটি পাঠান্তর আছে “বহরি নগরে,” দ্বিতীয় পাঠান্তর আমরা পাই মীন চৈতনে “অবরির ঘরে।” আমার মনে হয় এই বহড়ি, বহরি বা অবরি রমণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কানুপার সহিত গোরক্ষনাথের সাক্ষাতের বিবরণ গোরক্ষবিজয়, মীনচৈতন্য, গোবিন্দ

চন্দ্রগীত ও গোপী চাঁদের সন্ন্যাসে আছে। বোটাছুটি বটনা বাহা চারি পুথিতে আর সাধারণ তাহা পূর্বে দিয়াছি।

গোপীচাঁদ কর্তৃক হাড়িপাকে বাটির মধ্যে জীবন্ত পুত্তিকা কেলা এবং পরে কাহুপা কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার গোবিন্দ চন্দ্র গীতে, গোপী চাঁদের সন্ন্যাসে, তিন্তরীর আখ্যানে আছে। \*

নাথ সাহিত্যে আমরা কাহুপার যে পরিচয় পাই, দেখা বাউক তাহার অতিরিক্ত আর কিছু আমরা সংগ্রহ করিতে পারি কি না। পরম শ্রদ্ধাশ্রম মহাশয়গোপাখ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত “বৌদ্ধ গান ও দোহা” পুস্তকের অন্তর্গত চর্যাচর্যা বিনিস্তরে বর্তমান খণ্ডিত আকারে আমরা ৪৭টি চর্যাপদ বা গান পাই। এই গানগুলি ২১ জন পদকর্তার রচিত। কাহুপাদ বা কাহুপাদ ( সংস্কৃত আকারে কৃষ্ণাচার্য্যাপদ ) তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার ১২টি গান আমরা পাইয়াছি। আমরা দেখিতেছি চর্যাচর্যা বিনিস্তরে তাঁহারই সকলের চেয়ে বেশী গান আছে। ইহা ভিন্ন তাঁহার একটি দোহাকোষও আমরা পাইয়াছি। চর্যাচর্যা বিনিস্তরের সংস্কৃত টীকার বার স্থানে তাঁহার দোহাকোষ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

চর্যাচর্যা বিনিস্তরের ৩৬নং গানে কৃষ্ণাচার্য্যাপদ বলিতেছেন—

নুন বাধ তথতা পহারী  
বোহ তণ্ডার লুই সন্না অহারী।

\* \* \* \*

শাধি করিব জালদ্ধরি পাত  
পাধি ন রাহন বোরি পাতি আচাজ।

অর্থাৎ শূত্র বাসার ( বা বাসনাধ ) তথতা প্রহার করিয়া লুই বোহ তণ্ডার সকল নিঃশেষ করিয়া লইলেন।

... ( আমি ) জালদ্ধরি পাকে সাকী করিব। পণ্ডিতা-চার্যাগণ আমাকে পকে রাখেন না।

উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিলাম লুই ও জালদ্ধরি পা কাহুপাদের গুরু স্থানীয়। ইহাদের মধ্যে আবার জালদ্ধরি পা কাহুপাদের সাক্ষাৎ গুরু।

বৌদ্ধ গান ও দোহার পরিশিষ্টে প্রদত্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থকার নাম হুচীতে কয়েকজন কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কে বৌদ্ধ গানের কাহুপাদ ?

পগ্ সন্ম কোন জং নামক তিন্তরীর গ্রন্থেও কয়েকজন কৃষ্ণের ( নগাপা ) পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিনি কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য ( নগপো স্পোদপ ছেব ) তিনি ওড়িয়ায় ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন ও সিদ্ধ জলদ্ধর কর্তৃক মন্ত্রমতে দীক্ষিত কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত নাম হুচীতেও আমরা “মহাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, উড়িয়া হইতে আগত” “কৃষ্ণ বা কাহুপাদের” নাম পাইতেছি। যদিও নাম হুচীতে এই কাহুপাদের পূর্বে তর্জমাচার বলিয়া লেখা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার চর্যাচর্যা বা দোহাকর্তা হইত কোন আপত্তি দেখা যায় না। এই নাম হুচীতেই দীপকর শ্রীজ্ঞান অতিশ্রুত তর্জমাচার ও বুল গ্রন্থ লেখক রূপে দেখিতে পাইতেছি। যখন আমরা পাইতেছি যে চর্যাচর্যা বিনিস্তরের কৃষ্ণাচার্য্যাপদ জালদ্ধরি পরে শিষ্য এবং তিন্তরীর ইতিবৃত্তের কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য জলদ্ধর গুরুর শিষ্য এবং তিনি উড়িয়া হইতে আগত ব্রাহ্মণ, তখন চর্যা সন্মের কাহুপাদ যে তিন্তরীর ইতিবৃত্তের কহন বা বড় কৃষ্ণাচার্য্য ও নাম হুচীর কাহুপাদ হইতে অভিন্ন তাহা বোধ হয় স্বীকার করা বাইতে পারে। পূর্বে আমরা পাইয়াছি যে কাহুপার শিষ্য বাইল ভানাই। পগ্ সন্ম কোন জং বতে কৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্যের নাম ভাদে। এই ভাদেই যে বাইল ভানাই তাহাতে সন্দেহ নাই। বাইল সন্তবতঃ বাউল শব্দের অপভ্রংশে। গোবিন্দচন্দ্র গীতে কাহুপাকে বাউল বলা হইয়াছে।

এখন চর্যাচর্যা বিনিস্তরের কৃষ্ণাচার্য্যাপদ বা কাহুপাদ যে বৌদ্ধ গান ও দোহার ত্বনিকার শেষ ভাগে উল্লিখিত বর্গ রত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের মধ্যে কাহু ভানাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১নং চর্যাপদে কৃষ্ণাচার্য্যাপদের

\* A note on the Antiquity of Chittagong compiled from the Tibetan works Pag sam Jon Zan of Sumpa khangpo and Kahbal Dun Dar of Lane Taranath by Sarat chandra Das, C. I. E., Roy Bahadur. (J. A. S. B. 1898, Part I pp. 22, 23.)

ভণিতা কাহ্ন, কাহ্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। বর্ণ-  
রত্নাকারের অন্ত্যস্ত সিদ্ধপণ বধা বিক্রপা, দারিপা, চেষ্টেস,  
ভাদে, সঘর, সান্তি, কামরী ও চাইল যে বধাক্রমে  
চর্যাচর্যা বিনিস্তরের বিক্রবাণাদ, বা বিক্রবা, দারিক,  
চেষ্টা, ভাদে সঘর বা সঘর, সান্তি বা সান্তি, কমলাঘর  
বা কামলি, চাটিল বা চাটিল তাহা নিশ্চিত। বর্ণ-  
কারের মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ নাথসাহিত্যে  
ও সিদ্ধাপণের মধ্যে সুবিদিত। তবে দাঁড়াইতেছে  
এই যে চর্যাচার জালন্ধর পা শিষ্য কাহ্নপাদ নাথ-  
সাহিত্যের সিদ্ধা কামুপা ভিন্ন আর কেহই নহেন।  
নাথ সাহিত্যে কামুপার গুরু হাড়িপার নামান্তর যে  
জলন্ধর তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। গোপীচাঁদের  
তিলস্তীয় আখ্যানেন্ড গুরুকে জালন্ধরের সিদ্ধ (The  
saint of Jalandhar) বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে  
তান্ত্রিক বৌদ্ধ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বোক্তিত  
তিলস্তীয় পদ সাম্ জোন জং পুস্তকে মীননাথ, গোরক্ষ-  
নাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতিকেও তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা  
হইয়াছে। এই পুস্তকে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে আরও  
বলা হইয়াছে যে তাঁহার সম্প্রদায় নাথ নামে পরিচি-  
ত। যোগী সম্প্রদায় রূপে এখনও বর্তমান আছে (১০৫,  
১২২ পৃঃ)। এখন একটি প্রশ্ন উঠিতেছে তবে কি মূলে  
নাথ সম্প্রদায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ হইতে অভিন্ন? বারাগুরে  
ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এখানে সিদ্ধা কামুপা  
লইয়াই আলোচনা করা বাউক।

কামুপা কোন সময়ের লোক পূর্বের উদ্ধৃত চর্যা  
হইতে আমরা পাইয়াছি যে কাহ্নপাদ লুইয়ের পরবর্তী  
সময়ের বা তাহার পরবর্তী লুই ১০৩৮ খ্রীঃ অব্দে দীপকর  
ঐজ্ঞানের সহিত একত্রে একটা পুস্তক লিখে (বৌদ্ধগান  
ও তাহার ভূমিকা পৃঃ তাহা হইলে কামুপা ১০০০ খ্রীঃ  
অব্দের পরবর্তী সময়ের হইবেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষিত গ্রীহে বজ্র পঞ্জিকা  
যোগরত্নমালা নামে একটি যোগশাস্ত্রের পুস্তক আছে।  
তাহার শেষ এইরূপ—গ্রীহে বজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা  
সমাপ্তা। কৃতরিয়াং পণ্ডিতাচার্য্য গ্রীহাঙ্ক সাদানাম্  
ইতি। পরমেশ্বরেত্যাদি রাণাবলী পূর্ববৎ। শ্রীমদ্  
গোবিন্দ পাল দেবানাম্ সং ৩৯ ভাজ্র দিনে ১৪ লিখিত  
মিদং পুস্তকং কা শ্রীয়ার করেন। খ্রীষ্টাব্দে ইহার  
লিপিকাল হইবে ১২০০। এই পুস্তকে আলোচ্য বিষয়  
হইতে তাহা যে চর্যাচার কাহ্নপাদের লেখা অনা-  
দ্যে বুঝা যায়। পূর্বোক্তিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক নাম  
হুচীতে আমরা দেখিতে পাই—“কৃষ্ণ বা কাহ্নপদ  
(মণ্ডসাচার্য্য) যোগরত্নমালা নাম হে বজ্রপঞ্জিকা।”  
যদি কাহারও এই মত গ্রহণে আপত্তি থাকে, তাহা  
হইলেও কামুপা যে ভূরক কৃত্তক ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা  
আক্রমণের পূর্বে ছিলেন, তাহা সহজে স্বীকার করা  
যাইতে পারে। তবে কামুপা ১০০০ ও ১৩০০ খ্রীষ্টা-  
ব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ইহা একরূপ নিশ্চিত।  
বঙ্গের রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত কামুপার  
নাম খনিষ্ঠভাবে জড়িত। শালালিপি প্রমাণ অমূল্যে  
বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং রাজেন্দ্র  
চোল ১০২৩ খ্রীষ্টীয় অব্দে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন।  
কামুপা এই সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাহা হইলে  
কামুপাকে একাদশ শতকের লোক বলিয়া অনায়াসে  
স্বীকার করা যাইতে পারে। সিদ্ধা কামুপা যে মোহা-  
কোষ ও চার্য্যপদ সমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা  
বাঙ্গলা ভাষার এক প্রাচীন নিদর্শন ও অপূর্ব সামগ্রী।  
কেবল সিদ্ধাক্রমে নহে, বাংলায় প্রাচীন কবি রূপেও  
কামুপা চিরদিন আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ  
করবেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ।



## সুন্দর

শক্তি চিতে মন বহুত বীণাখান,  
শক্তি সুখা কেগো বকিতে দিলে দান ;—  
ওগরে শত অলি—সুগরে ফুল হার,  
চকল কেগো তুমি অকল ওড়ে কার ?

পুশিত ভরু-মাথে পকমে গাহে পিক্  
অন্তরে একি সুখ, বহুত চারিদিক !  
নন্দিত মন-মনে, বন্দিত ধরা মাঝ  
সুন্দর একি তব মন্দিরে হেরি আল !

স্পন্দিত হিরা মাঝে মল্লিত তব সুর—  
শিকিত আঁধি বোঁলে বাহিত কত দুঃ ?  
চিহ্নিত পথ মাঝে অকিত পদ কার—  
নির্মল হাসি মাঝা উজ্জল ফুলহার।

বন্দনা গানে বাজে বৃন্দনা একি হার।  
কুণ্ঠিত চিত মন মল্লিত সুখা চার।  
অন্তর কর মন সুন্দর ওগো আল,  
উত্তত কর যোরে লাগিত ধরা মাঝ।

শ্রীসরোজকুমার সেন।

## চরিত্রহীন।

অবতরণিকা।

আমি যদি গল্প লিখতে বসতাম তাহলে এর অনেক  
কথাই বাহু-ছাদ দিয়ে লিখতাম কিন্তু এ এত বড় সত্য  
যে, এর একটুও কাট-ছাঁট দিতে মন সরে না—এমন  
কি, তোমাদের কাছে বা অলীল অংশ, তাও খুলে বলব ;  
কারণ জানি, এ কথা তুমি কারুর কাছে গল্প করবে না।

১

সুশীল বিকাল বেলায় দিকে লীলার সঙ্গে দেখা  
করতে এসেছে। এ-দালান, সে-দালান, এ-ঘর ও-ঘর  
খুঁজে তাকে না পেয়ে, একটা ঘরের জানালার কাঁক  
দিয়ে দেখলে লীলা গা ধুচে। সে ঘরটা রান করবার  
ঘর। লীলার ঝানিকটা গারে সাবানমাখা, ঝানিকটার  
জলঢালা।

সুশীল রাগে অভিমানে ঠোট ফুলিয়ে, হাত হুটো  
ক'রে লীলার সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ী ফিরে গেল।  
লীলা জানতেও পারল না সুশীল এসেছিল কি না।

বাড়ী গিয়ে দুই রগ জোরে টিপে তার লাইব্রেরী  
ঘরে অনেকক্ষণ বসে বৈরল। রাগে কিছু না খেয়েই  
গুয়ে পড়ল। ঘুম হয়েছিল কি না জানি না।

লীলার ও সুশীলের বয়স কত তোমার জানতে লোভ  
হচ্ছে ? আমি ত এই কথাটা বলতে ভুলে গেছি। গল্প  
লেখার কারদা-কাছন—কোনটা আগে বলতে হয়,  
কোনটা পরে বলতে হয় কিছুই আমার জানা নেই বলেই  
ভুল হয়ে গেছে। আর এটা ত গল্প নয়।

লীলার বয়স খুবই লোভনীয়—প'নের। সুশীলের  
বয়সও বন্দ নয়—আঠার। তাই একটু ভয়-ভাবনার  
কারণ আছে, নয় ?

সকালে সুশীলের মুখ শুকনা ছিল। নিশ্চয়ই সে  
ঘুম নি—যে জ্যাক ছবি পত গোখুলি লগে সে দেখেছে,  
সমস্ত রাত ভেগে তারই স্বপ্ন দেখেছে। তাই বোঝ হয়।  
তবে সকালে মাথা ধরেছিল কি না, বা মাথা কিম্বা

করেছিল কি না, তা বলা উচিত হইবে না। সত্যই সে দুর্বলতা অনুভব করুছিল,—সেটা কাল বিকাল থেকে কিছু ধারনি বলে।

ভাল লোকে বলবে—তার উঁকিমারাটা ভাল হয় নি; আর এই অভ্যাসটা সে নিজেই বুঝেছিল এবং সারারাত ধরে অনুতাপ করেছে। তাই হয় ত হবে।

বন্দ লোকে অস্ত্র রকম ভাববে তা জানি। আমি বলি—পাপ মোটে করি নি, তার চেয়ে পাপ করেছি, অনুতাপ করেছি—এইটেই ঢের ভাল নয় কি?

২

তার পর অনেকবার তাদের ছুঁনের দেখা হয়েছে। সুশীল গল্প বলেছে—লীলা শুনেছে। সুশীল কবিতা লিখেছে—লীলা তার ভুল ধরেছে। লীলা ছবি এঁকেছে, ছবির আঘাতে রেখা কোথায় ফুটে উঠে নি, সুশীল তা দেখিয়ে দিয়েছে।

একদিনের জগুও সেদিনের গোধূলির আধো-ছায়া—আধো-আলোর চুরি করে লুকিয়ে দেখার কথা সুশীল লীলার কাছে প্রকাশ করে নি।

হয় ত সুশীল নিজেই সে কথা ভুলতে বসেছিল।

৩

বড় প্রথম পড়েছে। লীলা জামা সেমিজ গা থেকে খুলে ফেলে, শোকার হেলান দিয়ে, বই পড়তে পড়তে, ছপু বলা কখন অস্ত্র মনক হয়ে ঘুরিয়ে পড়েছে। দরজা আর বন্ধ করা হয় নি।

সুশীলও আজ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকেই লীলার এই বৃহত্তম মূর্তি দেখে ধীরে ধীরে পা টিপে-টিপে সে পেছিয়ে এল। লীলার গা থেকে আঁচল খসে পড়েছিল। পূর্ণ-বিকশিত যৌবন। যুগল লীলাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সুশীল বার-বাড়ীতে চলে এল। লীলার বাবার সঙ্গে দেখা করল; তাঁর সঙ্গে অনেককণ বসে গল্প করল; বিকালবেলা তাঁরই সঙ্গে চা খেয়ে, লীলার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল।

তার পর অনেক দিন সুশীল লীলাদের বাড়ী আসে নি।

লীলার বিয়ের সময় সুশীলের আর দেখা পাওয়া গেল না। সে নিরাশ-প্রণয়ে গা ঢাকা দেয় নি। হকি খেলতে খেলতে পা ভেঙ্গে আজ মাস ধানেক হ'ল বিছানার পড়ে আছে।

৪

আবার ছুঁনের দেখা শুনা হয়েছে। লীলার স্বামীর সঙ্গে সুশীলের আলাপ-পরিচয় হয়েছে;—তিনি প্রায়ই সুশীলকে বিকাল বেলা তাঁদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে যেতেন; লীলা নিজে হাতে লুচি ভরকারী ক'রে তাকে খাইয়ে ছেড়ে দিত।

অনেক দিন সুশীলের খবর লীলা নেয় নি—সুশীলও আসে নি। একদিন সুশীল লীলার চিঠি পেল—“তোমাকে একটা কথা বলবার আছে, আজ বিকালে একবার এসো।”

সুশীল এলে একথা সেকথার পর লীলা বলে—“তোমাকে একটা নতুন খবর দেব—শুনে খুশি হবে—আজ মাস দুই হ'ল একটি স্বর্ণের শিককে কোলে নেবার পরোয়ানা পেয়েছি।”

অবশ্য সেই রাত্রেই এই খবর সে তার স্বামীকে বলেছিল।

সুশীল শুনে সত্যই খুব আনন্দ পেল—লীলা যে তাকে ডেকে এই খবর দিয়েছে, তাতে সে পূর্ণ অনুভব করল।

সুশীল রোগা হয়ে গেছে। তার ডিসপেনসিয়া হয়েছে। সে কি লীলার কথা বড় বেশী ভাবে?

তুমি বলবে—হিঃ, পরতীর চিত্তা স্বপ্নে স্থান দেওয়া! আরিও বলি—হিঃ!

সুশীল এম্, এ, পাস করেছে বটে, কিন্তু তার শরীর বড় ধারাপ হচ্ছে দিন দিন। গলটোনে খুব কষ্ট পাচ্ছে—প্রায়ই মরফিয়া ইন্জেক্ট করতে হয়। সে নাসিকে হাওয়া বদলাতে গেছে।

লীলার অহুরোধে লীলার স্বামী সেখানে তাকে টেলিগ্রাফে জানিয়েছেন—লীলার একটা ঘরে হয়েছে।

সুশীল টেলিগ্রামেই জবাব দিল—“বড়ই আনন্দিত হলাম। যেহেতু দীর্ঘ জীবন ও সৌভাগ্য কাশনা করি।”

\* \* \*

এইবার নতুন কথা পাড়ব। এটা যদি গল্প হ'ত, তা হ'লে আর কোন কথা পাড়বার দরকার হ'তনা— শুধু প্রেমের কথাই লিপ্তাম। কিন্তু নতুন ঘটনা ঘটল।

খুব একজন বড় লেখক বলেছেন—“গল্প সাবধান হ'য়ে চলে, সে একটা অকৃত রকম হ'তে পারে না— পাছে লোকে অবিশ্বাস করে।” কিন্তু সত্য ঘটনা কাকুর ধার ধারে না—সে যা-তা হয়—অসম্ভব হতেও তার একটুও আটকায় না।

এই কীকে লীলার আর সুশীলের পরিচয়টা দিয়ে রাখি।

লীলার বাবা সুধীর বাবু—ও সুশীলের বাবা বিহারীবাবু—দুজনে বন্ধু ছিলেন—এই হুজুই এই দুই পরিবারের আলাপ পরিচয়। সুধীর বাবু বিপন্নিক—আর বিয়ে করেন নি। লীলা তার একমাত্র মেয়ে। বাড়ীতে এক বৃদ্ধা পিসীমা (তিনি সুধীর বাবুর পিসীমা) আছেন। তিনি বিধবা—ছেলে মেয়ে কিছুই নাই। সুধীর বাবুর আদম বাড়ী খুঁনা জেলার, সেখানে বেশে ভবিষ্যী আছে। অনেক দিন তারা বেশ ছাড়া। সিমলা অকলে, কর্ণওয়ালিসস্ট্রীটের উপর বাড়ী করে বাস করছেন।

বিহারী বাবুর দুই বিবাহ। প্রথমা জীর দুই পুত্র—বিজয় ও বিধু। সে জী মারা গেছেন। সুশীল বিহারী বাবুর ছোট ছেলে—এবং শেষ জীর একমাত্র পুত্র। বিহারী বাবুর বাড়ী পটলভাঙ্গার। দালালি করে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছেন। বিজয় ও বিধু তারই সঙ্গে ঐ ব্যবসার যোগ দিয়েছে এবং উন্নতি কছে। সুশীল লেখা পড়ার এবং সব বিষয়ে ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাকে নিজেই তার বাবার কিছু অশান্তি।

লেখাপড়া ছাড়ার পর সুশীল কোন একটা কাজ-কর্মে মন দেয়নি। বাবার ইচ্ছে সেও একটা কিছু করুক—তার মার ইচ্ছে এই উদ্ভি বয়সে চুপ করে না

বসে থাকে সে। সে প্রোৎসাহিত করতে পারে; কোন ব্যবসা করতে যদি তার মন যায়, তাও করতে পারে—তিনি কিছু বোটারকম মূলধন দিতে পারেন তাকে। ইচ্ছে হয়ত' তাঁর সঙ্গে দালালি কাজেও যোগ দিতে পারে। তার একান্ত ইচ্ছে সে চুপ করে নিশেটই হ'য়ে বসে না থাকে—বা হয় একটা কিছু করুক। তিনি আলস্ত মোটে দেখতে পারেন না, বরং একটু স্বপার চোখে দেখেন।

সুশীল ডিসপেন্সারিয়ার ভূগছিল—তিনি তাকে নাসিক পাঠিয়েছিলেন। সে শরীর সেরে ফিরে এসেছে—এইবার একটা কাজে মন দিবে। কৈ, সে দিকে তার টান দেখা যায় নাভ'। একদিন তাকে কাছে ডেকে বেশ যত্ন করে, ভাল করে, বলেন—এইবার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। প্রথম প্রথম কাকুরই কাজে মন লাগে না। কাজ করতে করতেই কাজ করতে ইচ্ছে বাবে—কাজই তখন নেশার মত পেয়ে বসবে। টাকা পরস্যা নারতে নারতেই টাকার প্রতি মমতা আসবে—তখন টাকা রোজগার করতে পারবে—ইচ্ছে বাবে। টাকা থাকলেই কত ভাল কাজ করতে পারবে—পরীবদের দয়া করা—দেশে জুল কলেজ করে দেওয়া—ইত্যাদি।

৫

অনেকদিন পরে আজ সুশীল লীলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। “কৈ সুশীল তোমার শরীর ত সারে নি তুমি দিন দিন বড় রোগী হয়ে যাচ্ছ।” লীলা অনেকবার সুশীলকে দাদা বলবার চেষ্টা করেছে; বরাবর নাম ধরে ডেকে ডেকে, এমন অভ্যাস হয়ে গেছে এখন আর নুতন করে দাদার বলতে পারে না—কেনন বাধবাধ ঠেকে।

“তুমি কি মনে মনে কাককে ভালবাস? কাকুর প্রেমে পড়েছ? এত শুকিয়ে বাচ্চ কেন?”

সুশীল একটু হাসল—সে কথার কোন জবাব করলনা—আর পাঁচ রকম বা তা গল্প করে বাড়ী চলে এল। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

লীলার স্বামীর নাম চণ্ডীবাবু; তার বাড়ী বাহুর বাগান। চণ্ডীবাবু পিতৃমাতৃহীন—অনেক বিষয় আসরের

ও কোম্পানীর কাগজের আয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী  
এই চণ্ডীবাবু ।

তুমি কি বিয়ে ঘোটে করবে না ?

সে কথাই উত্তরেও শুনীল বলে—“কি পাগল !”

ইলকট্রিক আলো জ্বলচে, মাথার উপর পাখা ঘুরছে ।  
শুনীল বিছানার শুয়ে বেন জনসনের “Every man in  
is Humour” পড়ছে । লীলা ঘরে ঢুকে বইখানা  
হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বীরে বীরে তার ঠোটে একটি  
চুমু খেলে—

বীরে বীরে শুনীল চোখ খুলল—দেখল বর অন্ধকার ।  
সে ঘুমুজ্বিল, স্বপ্ন দেখে খড়খড় ক’রে উঠে পড়ে নি—  
যখন বুঝতে পারল ‘স্বপ্ন দেখছিলাম’ তখনও লাকিয়ে  
উঠে বিছানায় সে পড়ল না । যেমন শুয়ে ছিল তেমনিই  
শুয়ে রইল । অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় থাকার পর উঠে  
আলো জ্বালিলে । বালিসের তলা থেকে রিটওয়ারচ  
বার করে বাড়ি দেখল—রাত পোনে তিনটে ।

শুয়ে শুয়ে কি খুব ভূপ্তি ক’রে স্বপ্নটুকু উপভোগ  
করছিল ? কেমন ক’রে বলব !

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল । কখন সে ঘুমিয়ে  
পড়েছে সে নিজেই জানে না ।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্নান ক’রে ফেলল । তারপর  
লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে সেলুক থেকে Jonsor.এর সেই  
বইখানা বের করে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল । ভাল  
লাগল না বইখানা টেবিলের উপরেই পড়ে রইল—সেলুকে  
আর বসান্ধানে তুলে রাখা হ’ল না ।

অনেকদিন সেই ভাবেই বইখানা পড়েছিল—একদিন  
বিধু সেই ঘরে এসে বইখানা তাকে তুলে বেধে দিলে ।

\* \* \* \*

লীলা শুনীলের বাড়ী বেড়াতে এসেছে । বাড়ী  
কেরবার সময় শুনীলের সঙ্গে দেখা করে বলে—  
“শুনীলদা—”

এই নতুন দাদা বলা শুনীলের কানে বাজল । এত  
অন্যন্ত সন্তোষনটীর ভেতর অনেকখানি গড়তা ছিল ।  
নিজেকে সাবলে নিয়ে লীলা আবার বলে—“শুনীলদা,  
তুমি এই বার একটি বিয়ে কর ।”

“পাগল !”

আমি যদি বলি শুনীল আবার স্বপ্ন দেখল—তুমি  
অবিশ্বাস করবে । মনে করবে—রোজ রোজ স্বপ্ন দেখা ।  
সব মিছে কথা । কিন্তু শুনীল আবার স্বপ্ন দেখল । প্রথম  
স্বপ্ন দেখার অনেক দিন বাদে এ স্বপ্ন সে দেখেছিল ।  
সে বলে এটা বড় দুঃস্বপ্ন ।

অনেক দিন কেটে গেছে—লীলার সঙ্গে ইচ্ছে করেই  
সে আর দেখা করে নি । সে এই এক রকম হয়ে গেছে ।  
আগে বই পড়তে খুব ভালবাসত, এখন বই হাতে করে  
না । বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কাকুর সঙ্গে দেখা করে  
না—কাকুরকে চিঠি পর্যন্ত দেয় না ।

লীলার আবার একটি মেয়ে হ’য়েছে । লীলার স্বামী  
চণ্ডীবাবু উঠতি বয়সে মেলা কাঁচা পরমা হাতে পেয়ে  
মেলা বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছেন । বুঝতেই পাচ্চি যারা টাকা  
দেখে বজ্রত্ব করতে আসে তাদের সঁটটা কত লং ।

ক্রমে চণ্ডীবাবুর রাজে বাড়ী আসা বন্ধ হ’ল—এক  
এক দিন দিনের বেলাও বাড়ীতে তাঁর দেখা পাওয়া যেত  
না । দমদমায় ছনো দাম দিয়ে ভাল দেখে সাকান-  
গোছান বাগানবাড়ী কেনা হ’ল । তাতেও তাঁর ও তাঁর  
বন্ধুদের ভূপ্তি হল না, তাঁদের থিয়েটারের সখ চাপল ।  
তাঁরা বলেন উদ্দেশ্য তাঁদের মন্দ নয়, এত একটা খুব  
লাভজনক ব্যংসা ; তা ছাড়া এতে খুব ভাল রকম  
আর্টের চর্চাও হয় ।

একদিন লীলা শুনীলের বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে খবর  
দিলে তার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ । শুনীল গিয়ে বা-  
দেখলে তাতে সে এতদিন এদের কোন খোঁজ মের  
নি বলে নিজেকে ধিকার দিল ।

লীলার সে চেহারা নেই—রোগা হয়ে গেছে । বড়  
মেয়েটি তার কাছে বসে রয়েছে । রুগ্ন মেয়েটি বিছানার  
সঙ্গে বিশিয়ে রয়েছে । তার ড্রাইটস্ ডিক্জি রয়েছে,  
জয়ে অবধি সে ডুগছে—তার অবস্থা খুব খারাপ ।

“চণ্ডীবাবু কখন আসবেন ?”

“তিনি বোধ হয় আজ কিরবেশ না। এ ক’দিন তিনি বাড়ী ফেবেশ নি। সামনে শুভক্রাইডের ছুটি—তার বিয়েটার—”

“বিয়েটার?”

মুন্সীল কিছুই জানত না। সব ধর শুন্ল। বাড়ীতে একটি আত্মীয় নেই—নীলা এই এত বড় বাড়ীতে ছুটি মেয়ে নিয়ে। তার ঐযো একটি মেয়ের হয় আজ নয় কাল, বড় হব হয়ত। চাকর আছে—বাবুন আছে—বি আছে—ডাক্তার ছবেল! এসে দেখে যায়—একজন বড় সরকারও আছে।

মুন্সীলের ক’দিন আর বাড়ী ফেরা হল না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র হ’ল—কিছুই করতে পারা গেল না—আরো দিন দশেক ভুগে মেয়েটি মারা গেল।

“একবার চণ্ডীবাবুকে ধর দি?” কদিন থেকেই মুন্সীল একথা নীলাকে বলছে—নীলা খুব জোর করে এতদিন বাধা দিয়ে এসেছে। নীলার বাবাকে পর্যন্ত ধর দেয় নি—পাছে তিনি এসে তার এই অবস্থা টের পান। আজ মেয়েটি মারা যাওয়াতে নীলার কোন শক্তির বেন আর রইল না। মুন্সীল বখন বলে—“চণ্ডী বাবুকে ধর দি—তিনি একবার আসুন। তাঁর ঠিকানা?”

“জানি না ত।”

অনেক বৌদ্ধ ধর করে বিয়েটাবে গিয়ে মুন্সীল চণ্ডীবাবুকে ধরে নিয়ে এল—তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এলেন।

চণ্ডীবাবু বাগান-বাড়ীতে বা বিয়েটাবে এ ক’দিন আর বাদ দি। বাড়ীতে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা করেন। ভবু ভুজি নেই। এত করে বসে থাকা তাদের বাঁতে লজ হয় না।

যে সংসার বলে ত তাদের কিছু নেই। বাড়ীতে ছেলে মেয়ে আছে বটে, তবে সে ছেলে মেয়েদের বাপ যে তার, তাতে তাদের নিজেরই সন্দেহ; আপন আপন বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে চটে যায় বটে, কিন্তু বাপের নাম বলতে তাদের বাধবাধ ঠেকে।

রাগ করো না—এসব খালাপালি নয়। এই আড্ডার

আড্ডাধারি মারা তাদের অধিকাংশের বংশপরিত্র এই রকম।

মুন্সীল ভাড়াভাড়ি চণ্ডীবাবুর বাড়ী চুকচে—নীলার বড় মেয়ের আবার অনুগ্রহ করেছে।

চণ্ডীবাবু তাকে বাধা দিয়ে বলেন—মেথুন, আপনি শুভলোকের ছেলে। অমন শেরালের মত আমবাগানে ঢোকেন কেন?”

বন্ধুরা ‘হি—হি—হি’ ক’রে উঠলেন। ‘হা হা’ রবের উচ্চ সরল হাসি তাদের মুখে কখন দেখা দেয় নি।

মুন্সীল এক সেকেন্ড ভাবল—অপমান বোধ করল—রাগে কানটা লাল হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল—মনে পড়ল তার—নীলা অসহায় অবস্থায় ক্রম মেয়েটি নিয়ে তারই অপেক্ষার বসে আছে। আবার ভেতরে সে কিরে এল—চণ্ডীবাবুকে বিজ্ঞাসা করল—“খুকি কেন আসে?”

“আর অত ধর নিতে হবে না—অত দরদ দেখাতে হবে না—জাকামি! খুকির আর খুকির মার ধর নেবার চেষ্টা লোক আছে—বাও—”

এর পরেও যদি মুন্সীল নীলার আর নীলার মেয়ের বৌদ্ধ ক’রে থাকে তা হ’লে তুমি বলবে—মুন্সীলের আত্ম-সন্মান জ্ঞান নেই। আর যদি সে সেদিন থেকে নীলার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে থাকে—তা হ’লেও ত বলবে তুমি—তার কর্তব্য জ্ঞান নেই।

এই দিন সে বিতীয়বার স্বপ্ন দেখল।—নীলা বিধবা হয়েছে—তার আবার বিধবা-বিধাহ হ’ল। কার সঙ্গে হ’ল সেটা শেব না হতেই তজ্ঞা ভেঙ্গে গেল। এ স্বপ্ন সে বিছানার শুয়ে দেখে নি—ভোরের স্বপ্নও নয়—বে সত্য হবে। দিন দুপুরে চেয়ারে বসে আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে এই স্বপ্ন সে দেখল।

মুন্সীল জীবনে অনেক স্বপ্নই দেখেছে—তার একটাও তার মনে ছাপ খেয়ে যায় নি। নীলাকে নিয়ে এই ছুটি মাত্র স্বপ্ন সে দেখল—আর একটা নয়—দু-ছোটো স্বপ্নে নীলার বোণ থাকতে সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই শেষ স্বপ্নটা বড় হৃৎহৃৎ!

তুমি ত বলবে—মুন্সীল চরিত্রহীন। তোমার কাছে

তার কথা আর পাড়ব না—তোমার একঘেরে লাগবে।

কারণ স্মৃতির প্রতি তোমার কোন সহানুভূতি নেই।

কিন্তু তোমার দোষেরা যোগ কি বাবে? আবার  
হয় ত বলবে—শীলা স্বামীমুখে বক্তিতা, সত্যি তার এক  
ঘেরে ঘেরছে—আর এক ঘেরের অস্থ—তাকে নিয়ে  
কি স্মৃতির প্রশ্ন দেখা উচিত?

যদি কি কাকুর উচিত অনুচিতের দ্বার ধারে—সে কি  
কাকু হাতধরা?

“স্মৃতি কি বিয়ে করেছে?”

“আমি জানলেও তার উত্তর দেব না

“শীলা কি বিধবা হয়েছে?”

“জানি না।”

“শ্রীমামুর স্বভাব ভাল হয়েছে?”

“সে খোঁজে তোমার দরকার ত কিছু নেই। সব  
খবরই ত নিলে—টেক, খুকির কথা ত কিছু জিজ্ঞেস

করলে না?”

শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়

## মনে পড়ে।

আজি মরম বীণার গোপন তারে  
শিহরি' কাঁপে মধুর তান,  
দোরেলের শিশে কিনি স্বকারে  
উঠিছে বাকি' পল্লীর গান।

সহরবাসীর শুদ্ধ পরাগে  
পল্লী প্রীতির কলুণ্ডধার  
ছুটিছে আজি, বাধা না যানে,  
ধুলেছে রুদ্ধ হৃদয় দ্বার।

মনে পড়ে আজ, পঙ্ক বিতল  
আত্ম আনার পিরায় বনে  
নিদ্রাধিনিদের ভ্রমণ সদল  
মুখ লুক কুল মনে।

মনে পড়ে ভরা বিলের জলে,  
মোদের বিহার তরবি বাহি,  
মুখরিয়া মাঠ কল-কোলাহলে,  
অবাধ হাসির সজীভ গাহি'।

অলস শ্রমেরে বাসের'পরে  
কতই কথা, কত না প্রশ্ন—  
রক্ত-রোমা তটিনী অধরে,  
ধানের ক্ষেতে সবুজ তরঙ্গ।

হিসা বিবাদ বর্ষ তরির।  
বিজয়ার রাতে সকল ভুলি'  
মনে পড়ে বড় ছোটর মিলিরা  
উদার সরল কোলাহুলি।

আর মনে পড়ে শীর্ণ দীঘির  
শীতল বুকে সাতার খেলা,  
বল্ল সলিল বালিধাতুড়ির  
শ্রামল তটে গাঁয়ের বেলা।

অনন্ত বেধার দিনতে ফেলে  
বৃদ্ধ হিজল গাছের 'পরে,  
দেখিতাম সেধা কি দীপ্তি খেলে  
অন্তগামী ভগন করে।

বুড় স্মৃতি আকাশে  
তল জোছনা পড়েছে এলায়ে  
মুগ্ধ বরষা; সজাগ বাতাসে  
বসিরা মোরা আপনা হারায়ে।

মোর মত মুখছবি আঁখিতে তালে,  
মত আবেগ প্রতির মূলে  
আজি তবুও সেধা স্মৃতির প্রবাসে—  
উন্নয়ন আমি সকল ভুলে'।

শ্রীবোশেশচন্দ্র চৌধুরী।

## ডালি।

## অমরের দেশ।

আমেরিকার কালিফোর্নিয়ার হুটার জেলার ক্রাণমোর নামে একটি স্থান আছে। এই স্থানটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার লোকের স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট। ১৮৬৩ সনের পর হইতে এইখানে একজন লোকও মারা যায় নাই, এখানকার পুরাণি উভানের এক কোদালও মাটি খুঁড়িতে হয় নাই। এখানকার লোকেরা এই বাট বৎসরের মধ্যে যে এক-বারেই মরে নাই তাহা নহে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা মরিতেছে তাহারা গ্রামে মরে নাই, সকলে স্থানান্তরে বাইরা মারা পড়াচ্ছে।

## কেশের জন্ত আত্মহত্যা।

মিস্ট্রুথ ইভান্স নিউইয়র্কের একজন টাইপিষ্ট। তাঁহার অতি সুন্দর কেশ ছিল, তাঁহার কেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনেক যুবাই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। একদিন ভয়ানক গরম পড়ায়, ইভান্সের বন্ধু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, চুল ছোট করিয়া ফেল। বন্ধুদেও কথায় চুল ছোট করিয়া ইভান্সের মনে ভয়ানক অন্তশোচনা হইল। তিনি একদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গ্যাসের পাইপ খুলিয়া দিলেন। পরের দিন প্রাতে দেখা গেল, যুবতীর মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার হাতে কয়েকটি চুলের গোছা রহিয়াছে। (সন্মিলনী)

## চুলে ভাবের অভিব্যক্তি।

জাপানে যে সকল মেয়ে দীর্ঘ বিবাহিতা হইতে ইচ্ছুক তাহারা চুলের সমুখ ভাগে পাখা বা প্রজাপতির আকারে ধোপা বাঁধে এবং গহনা দ্বারা উহা সুশোভিত করে। যে সকল বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা চুলের পিছনে ধোপা বাঁধে এবং যে সকল বিধবা ঘোটেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়, তাহারা চুল ছোট করিয়া কাটরা ফেলে।

(Tit Bits.) [“বাসন্তী”।]

## অদ্বুত বিচক্রবান।

কেফোর্ডসায়ারের এক ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি করিবার উদ্দেশ্যে বৃক্কের শাখা দ্বারা এক অদ্বুত বিচক্রবান প্রস্তুত করিয়াছিল। উহার ফ্রেম (অবয়ব) বৃক্কশাখায় ও চেন (শৃঙ্খল) রজ্জুদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে ইহা ব্যবহারোপযোগী বলিয়া বিনোদিত হইয়াছিল এবং স্থানীয় প্রদর্শনীতে ছইবার প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল

(World wide Magazine.)

## কুসংস্কার।

জাপানে অষ্টম সংখ্যার টেলিফোনের মূল্য অত্যন্ত টেলিফোনে অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ জাপানীগণ এই সংখ্যাকে স্বপ্ন ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। এই সংখ্যার টেলিফোনে যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বার্ষিক একশত পাউণ্ড দিতে হয়।

তাঁহাদের নিকট ৩৫৭ সংখ্যাটিও সৌভাগ্যের আকর বলিয়া পরিগণিত হয়। জাপানে শিশুগণকে তাহাদের তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম জন্মতিথিতে দেব মন্দিরে উপস্থিত করিবার রীতি প্রচলিত আছে এলিয়াই বোধহয় ঐ সংখ্যার এত আদর। সাধারণতঃ সম সংখ্যা অপেক্ষা অসম সংখ্যাই জাপানে অধিক প্রিয়।

৪২ ও ৪৯ সংখ্যাকে জাপানীগণ বড়ই উদ্বেগের চক্ষে দেখে। ঐ সংখ্যাগুলি না কি মৃত্যু ও দৃষ্ণের প্রতীক।

(Tit Bits.)

## আত্মহত্যার মৌলিক উপায়।

একজন ফরাসী কৃষক প্রচুর পরিমাণে “বাকনোট” গলাধঃকরণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহাকেই বলে মৌলিকত্ব! তবে এ পথে গরত বড় বেশী।

(Tit Bits.)

রেজেক্টরী করা



শঙ্খমার্কা আসল

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

# সর্বজ্বরগজাসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্রীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।  
মূল্য বড় ডিবা ১৪০ দেড় টাকা, মধ্যম ১ এক টাকা, ছোট ৮০ নয় আনা।  
ডাকমাণ্ডল ১ হইতে ১২ ডিবা ৮০ ছই আনা।

জগৎ বিখ্যাত।

# সর্বদ্রুতশিশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্মরোগ বিনা ক্রেসে আরোগ্য হয়।  
মূল্য ১ ডিবা ৮০ ছই আনা, ডাকমাণ্ডল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৮০ ছই আনা।

সুপ্রসিদ্ধ।

# কণ্ডুদাবানল

খোশ পাচড়া দি ক্তরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্রেসে আরোগ্য হয়।  
মূল্য ১ ডিবা ৮০ ছই আনা, ডাকমাণ্ডল ১ হইতে ১২ ডিবা ৮০ ছই আনা।

রায় সাহেব শ্রীগৌরনিতা ঠা শাহ শঙ্খনিধি।

মেনেজিং—প্রোগ্রাইটার।

ঠিকানা—ঢাকা, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি মে ডকেল হল কিম্বা ভবনহরিসাহাষ্ট্রিট।





Head Office—Baburbazar, Dacca.

Factory—Sanchipandaripa Lane, Dacca.

**Proprietor:—Rai Shaheb Gournetai Saha**  
**Sankhanidhi**

Kaviraj SARODA PRASANNA SEN GUPTA, KABIRBHUSAN KABIRATNA.  
" SASHI BHUSAN DEB, KABIRANJAN.

**PRICE REFUNDED.**

All sorts of genuine and fresh Ayurvedic medicines are always available here at the cheapest possible rate. A trial earnestly solicited. If the medicines are not genuine.

**PRICE WILL BE REFUNDED.**

**Chyabanpras.**

(Made of Benaras Amlaki).

Unique, marvellous and unparallel remedy for nervous debility, cold, cough, asthma, vocal disorder and phthisis.

PRICE RS. 2-8 PER SEER.

**Gaur Kanti Sarsa.**

(Made with Gold).

Purifies blood, cures Syphilis and Leprosy. Remedies Leucorrhoea, Gonorrhoea and all sorts of blood diseases and even Chronic Rheumatism.

PRICE RS. 3-8. (large bottle)

PRICE RS. 2. (small bottle).

**Swarna Sindur.**

The most wonderful production of the Rishis and the most valuable acquisition to our Ayurveda. It is a universal panacea for all diseases human nature falls victim to.

PRICE RS. 3 PER TOLA.

**Makaradhwaja.**

Its preparation is somewhat different and its effect is more powerful than that of Swarna Sindur.

PRICE RS. 4 PER TOLA.

**Gour Sakti Rasayan.**

A powerful nerve tonic. It imparts youth and vigour even to the old and decrepit. A trial earnestly solicited.

PRICE RS. 2 PER PHIAL OF 1 lb.

*Please, see our Catalogue, for prices of other medicines.*









